এবারের হজে পরিবহন সেবায় থাকবে ২১ হাজার বাস

সারে-জমিন

নেতাজির জন্মদিনে এক মঞ্চে বাম-তৃণমূল নেতৃত্ব

রূপসী বাংলা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাংকার খোঁড়ার সময় এসে গেল কি?

সম্পাদকীয়

প্রতিবন্ধীদের শংসাপত্র প্রতারণায় ধৃত হোমগার্ড

সাধারণ

২২ মার্চ থেকে আইপিএল আয়োজন করতে চায় বিসিসিআই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৪ জানুয়ারি, ২০২৪
৮ মাঘ ১৪৩০
১১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 24 ■ Daily APONZONE ■ 24 January 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

নেতাজির জন্মদিনে ছুটি নেই! কেন্দ্রকে বিঁধলেন মমতা

আপনজন ডেস্ক: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের এত বছর পরেও মানুষ জানেন না যে নেতাটির কী হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর তারিখও তাদের কাছে নেই। নেতাজির অন্তর্ধানের তদন্তের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার জন্য বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। সোমবার রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলিতে কেন্দ্রের অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণার দিকে ইঙ্গিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজকাল রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়, তবে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য কিছুই ঘোষণা করা হয় না। এটা ভারতের দুর্ভাগ্য যে এত বছর পরেও নেতাজির মৃত্যুর তারিখ নেই। তার কী হয়েছে আমরা জানি না। সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করার পর মমতা বলেন, এটা লজ্জার। মঙ্গলবার নেতাজির ১২৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে গোটা দেশ। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে নেতাজির অন্তর্ধানের তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু পরে তারা ভুলে গেছে। ২০ বছর ধরে নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

মমতাজি আমার খুব কাছের, আসন সমঝোতা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ এবং আসন সমঝোতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য ‘কোনও ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না।’ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার ফাঁকে অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় আসন ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার খুব কাছের। মাঝেমধ্যে আমাদের নেতারা কিছু বলেন। তার সাহায্য ছাড়াই কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে লড়বে, অধীর চৌধুরীর সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাহুল বলেন, এই ধরনের মন্তব্য কোনও ব্যাপার নয়। রাহুল বলেন, “হ্যাঁ, মাঝেমধ্যেই কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা একে অপরের দলের সমালোচনা করে। কিন্তু এগুলো প্রাকৃতিক ব্যাপার, এটা হতেই পারে। কিন্তু তা কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারবে না।

সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাল সম্পর্ক থাকলেও রাহুল গান্ধির সঙ্গে টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল আগে। যদিও, মমতা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বাংলায় কংগ্রেসকে বেশি সুযোগ দিতে চায় না তার দল।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমারকে তার যাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যখন এটি যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী দিতে পারে বলে খবর প্রকাশের পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘সুবিধাবাদী’ বলে অভিহিত করেন। অধীর বলেন, মমতার সাহায্যে আমরা ভোটে লড়ব না। কংগ্রেস নিজের শক্তিতে লড়াই করতে জানে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে রাখা উচিত, কংগ্রেসের সমর্থনেই তিনি বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিলেন।

তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে দুটি আসন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে কংগ্রেস সমঝোতার অংশ হিসাবে বেশি আসন চাইছিল। যদিও গত ২০ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বহরমপুর-সহ যে আসনে অধীর চৌধুরী লড়বেন, সেই আসনে লড়বে তৃণমূল।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার অসমে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা করার পরে কিছু তৃণমূল নেতা-কর্মী বাহুতে গুলিবিদ্ধ হন। অসম তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) প্রধান রিপুন বোরা বলেছেন, দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন এবং রাহুলকে সমর্থন করেছেন।

গুয়াহাটিতে রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানিয়ে #BharatJodo NyayYatra যোগ দিয়েছেন @ AITC4Assam নেতা-কর্মীরা। যাত্রাপথে রাহুলকে স্বাগত জানিয়ে দলীয় পতাকা হাতে তৃণমূল কর্মীদের ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি। ‘#INDIA’ ও ‘#UnitedOpposition ForumAssam’ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে বোরা বলেন, ‘আমরা বিরোধী দলের জনগণ ও নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানাই।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বোরা দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন।

এর আগে রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা তাদের ন্যায় যাত্রায় যোগ দিলে ভাল হয়।

আইনে ব্যক্তিকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটানোর অধিকার আছে কী? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের খেড়া জেলার উন্ধেলায় গরবা অনুষ্ঠানে হামলা চালানোর অভিযোগে আটক চার মুসলিম যুবককে বেত্রাঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত গুজরাট পুলিশ কর্মীকে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জিজ্ঞাসা করেছে, আইন অনুযায়ী মানুষকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটানোর অধিকার তাদের আছে কী? মানুষকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পেটানোর এখতিয়ার আইনে আপনার আছে? আদালত অবমাননার অভিযোগে গুজরাট হাইকোর্টের ১৪ দিনের কারাদণ্ডের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের আবেদনের শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বি আর গাভাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন গুজরাত পুলিশকে। পুলিশ কর্মীদের আপিল করার সুযাগ দিতে গুজরাত হাইকোর্ট ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ এর আদেশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছিল।

পুলিশ কর্মীদের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিদ্ধার্থ দাভে বিচারপতি সন্দীপ মেহতাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা যায় না। তিনি জানান, ওই পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ও বিভাগীয় মামলা চলছে এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় আদালতের অসন্তোষ স্পষ্ট করে বিচারপতি মেহতা বলেন, কী ধরনের অত্যাচার... জনগণকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা, প্রকাশ্যে পেটানো।

ডি কে বসুর রায় ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করা হয়নি বলে দাভের যুক্তি সম্পর্কে বিচারপতি গাভাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা একটি বৈধ ঢাল হতে পারে কিনা। তিনি আরও বলেন, ডি কে বসুর রায়ে কী আইন রয়েছে তা জানা প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য।

মহিলারা হিজাব কেন পরবেন?

হিজার পরলে কী লাভ, না পরলে কী ক্ষতি? এ বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে, ধর্মীয় বিধানই বা কী? জানতে হলে পড়ুন

ফিরোজ জুলফিকার-এর অন্যান্য গ্রন্থ

পাওয়া যাচ্ছে
আপনজন পাবলিকেশন-এ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

গায়ের জোরে ইমারত ভেঙে গড়া যায়, কিন্তু ইতিহাস পাল্টানো যায় না। বাবরি মসজিদের ৫০০ বছরের প্রমাণ্য ইতিহাস জানতে পড়তে হবে

রফিক উল্লাহ রচিত

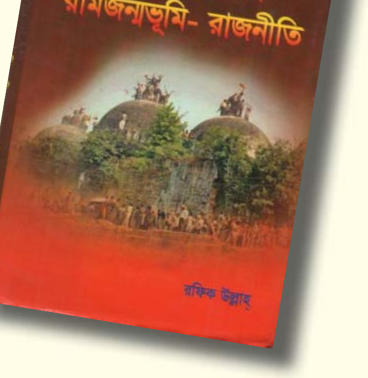

আল-আমীন মিশন

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

একাদশ শ্রেণিতে (বিজ্ঞান বিভাগ) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

NEET (মেডিকেল) এবং JEE (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশেষ কোচিংসহ

ফর্মপূরণ চলছে অনলাইন-এ
www.alameenmission.org
Scan QR

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ
২৫ জানুয়ারি ২০২৪ (OFFLINE) ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (ONLINE)

প্রবেশিকা পরীক্ষা
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রবিবার

যোগাযোগ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে)
৭৪৭৯০ ২০০৫৯; ৭৪৭৯০ ২০০৬৬

ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কেন্দ্র

■ আল-আমীন মিশন, খলতপুর, হাওড়া, ফোন : ৭৪৭৯০২০০৬৬, ৮৩৭৩০৫৮৭০৪, ৭৪৭৯০২০০৪৩ ■ আল-আমীন একাডেমি, উলুবেড়িয়া, পারিজাত, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭৪৩ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, খলিসানি, খলিসানি, হাওড়া, ফোন : ৮১১৬৯৮৮১৩৯, ৭৪৭৯০২০০৩৪ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, নয়াবাজ, নয়াবাজ, সাঁতরাগাছি, হাওড়া, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭২০, ৮৩৭৩০৫৮৭২৪ ■ রূপ মহল, আরামবাগ নেতাজী স্কয়ার, হুগলী, ফোন : ৯৭৭৫৭২৯৪৯০ ■ প্রতাপপুর কিশলয় মডেল স্কুল, প্রতাপপুর মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের নিকট, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন : ৮৯৭২৬১৪৩১১ ■ আল-আমীন একাডেমি, কোটবার, কোটবার, ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন : ৯৭৪৯৭৮৬৪৬২ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, মেদিনীপুর, এলাহিগঞ্জ, পশ্চিম মেদিনীপুর, ফোন : ৯৫৯৩৪৩২৮৩০, ৮৩৭৩০৫৮৭০৮ ■ আল-আমীন একাডেমি, বাঁকুড়া, বাদুললারা, পশ্চিম সাঁনবাঁধ, বাঁকুড়া, ফোন : ৯৫৬৪২৮০৫৪০ ■ আজিম বুক ডিপো, বড় মসজিদ কম্পাউন্ড, পুরুলিয়া টাউন, পুরুলিয়া, ফোন : ৯৪৩৪৩৪৬৪৪২, ৯৯৩২৫১৬১৮২ ■ আল-আমীন মিশন সেন্ট্রাল অফিস, ৫৩ বি, ইলিয়ট রোড, কোলকাতা-১৬, ফোন : ৭৪৭৯০২০০৩৫ ■ আল-আমীন মিশন, পাঁচুড়, পাঁচুড়, বিধানগড়, কোলকাতা - ৬৬, ফোন : ৯৪৩৩৬৬৭০২৫ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর, সূর্যপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭২৬, ৮৩৭৩০৫৮৬৯৫ ■ হাসান হোমিও হল, সুবুদ্ধিপুর, ব্রিকফিল্ড রোড, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ফোন : ৯৮৩০৮৩৯২০৩ ■ আল-আমীন একাডেমি, পশ্চিম দূর্গাপুর, মরিগাছি, ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ফোন : ৯৭৩৩৪১০০৫০, ৭৪৭৯০২০০৪৪ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, জয়নগর, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭২৫ ■ প্যানাসিয়া হোমিও ক্লিনিক (কেবল বিকালে), ধর্মতলা মোড়, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, ফোন : ৯৭৩২৯৪৪২৫৩ ■ প্রিয় বইঘর, ত্রিমোহনী মোড়, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, ফোন : ৮৯২৬৫৫৩২২৫, ৮৩৪৮৮০০৮৬৭ ■ গুমা পেপার কর্ণার (কেবল বিকালে), গুমা চৌমাথা, উত্তর ২৪ পরগণা, ফোন : ৯১৪৩৩৯৩০০৬ ■ আশীর্বাদ, কদম্বগাছি, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, ফোন : ৮৭৭৭০৩০০১৮, ৭২৭৮৩০২৩৪০,৯০৫১৩৩৬৮৪০ ■ রাজিয়া পেপার হাউস, ধুবী-নাগাদী, নদীয়া, ফোন : ৯৯৩২০৬৭০৩৩ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, চাপড়া, চাপড়া, নদীয়া, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭৩১ ■ সর্দার বুক স্টল, রসুল্লাপুর বাজার, নদীয়া, ফোন : ৯৭৭৫৭৭৮১০১ ■ মন্ডল জেরক্স সেন্টার, কাটোয়া মোড়, দেবগ্রাম, নদীয়া, ফোন : ৯৯৩২৪৮১৯১৯, ৯৭৭৫৫৯৭১৭৭ ■ আল-আমীন একাডেমি, বীরপুর, বীরপুর, নদীয়া, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭২১ ■ রহমান হার্ডওয়ার্স, আশাচিয়া বাজার, আশাচিয়া, নদীয়া, ফোন : ৯৭৩৪৪৭০৬৫৬ ■ স্টুডেন্টস বুক হাউস, পলসুন্ডা, নদীয়া, ফোন : ৯৭৩৩৫৭৯০২৮ ■ আল-আমীন মিশন, বর্ধমান, বর্ধমান হাই মাদ্রাসা ক্যাম্পাস, কেশবগঞ্জ চটি, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭৩৬, ৭৪৭৯০২০০৩২ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, মেমারী, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৭৪৭৯০২০০৭৩ ■ অনন্যা, কাটোয়া স্টেশন বাজার, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৮০০১৪০৫৭০৬ ■ আল-আমীন মিশন (ডি এম শাহ ওয়ালি ব্রাঞ্চ), পাথরচাপুড়ী, বীরভূম, ফোন : ৯১৫৩৪৩২৬৭৮, ৮৩৭৩০৫৮৭৬০ ■ আল-আমীন একাডেমি, পাপুড়ি, পাপুড়ি, বীরভূম, ফোন : ৭৪৭৯০২০০২৯, ৭৪৭৯০২০০৪৫ ■ আল-আমীন একাডেমি, সুগড়, সুগড়, জয়দেব, বীরভূম, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭৫২ ■ মডার্ণ বুক সেন্টার, লোহাপুর, কাঁটাগড়িয়া, বীরভূম, ফোন : ৯৭৩২৫৯০১৯০ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, রামপুরহাট, সুন্দিপুর মোড়, রামপুরহাট, বীরভূম, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৯২ ■ যোগাযোগ বুক স্টল, নলহাটি বাসস্ট্যান্ড, বীরভূম, ফোন : ৯৭৩৪৮৫৫৫৯২ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, মরিচা, মরিচা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮৩২৭৪৭৬৩২৯, ৯৭৩৫৬৭৭২৮৫ ■ নগর প্রাথমিক শিক্ষা চত্বর, নগর, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩২৮৬৯৪০৬ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, উজুনিয়া, উজুনিয়া, সালার, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৬০৯৩১৩৬৫০ ■ জ্ঞানদীপ, বড়োঞা, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৭৩৩৭২৯৫২০ ■ শেরপুর বুক হাউস, শেরপুর, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯৭৩৪৬৭৪৯৩৩ ■ মোতড়া এইম অ্যাকাডেমি, মোতড়া মোড়, হাজারপুর-নবগ্রাম, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩৩৮০০৮৮০, ৯৮০০১৯৬৩৬০ ■ শ্যামলী স্টেশনার্স, ডোমকল, পুরাতন বিডিও মোড়, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩৪০০৭৪২১, ৮৯৪৪০২২৭৪৬ ■ সোলেমানিয়া নিউ ফার্মেসী, মতিলালতলা, ইসলামপুর নজরুলপল্লী, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩৩৮১০০৫৬ ■ আল-আমীন একাডেমি, মহম্মদপুর, মহম্মদপুর, নওদা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭৩২, ৮৩৭৩০৫৮৭৩৩ ■ আল-আমীন একাডেমি, হরিহর পাড়া, হরিহর পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮১৪৫৮৯৪০২২, ৭৪৭৯০২০০৩১ ■ হাবিব গ্রন্থালয়, বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৭৫৫০৯৬০৪ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, বেলডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৭২৮, ৮৩৭৩০৫৮৭৩০ ■ দি সাকশেস পয়েন্ট একাডেমি, কাজীপাড়া, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩৩৪৮৪৬৮৩ ■ ভারত এন্টারপ্রাইজ জেরক্স ও কম্পিউটার, জলঙ্গী, সুধীরসাহার মোড়, মুর্শিদাবাদ ফোন : ৯১৫৩৭৫৩৭৫৩ ■ বুক ল্যান্ড, প্রাঙ্গাণ মার্কেট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৭৩৪০৬২৭১৫ ■ আল-আমীন মডেল স্কুল লালবাগ, নতুনগ্রাম, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮২৯৩১৪৩৬৯০ ■ নিউ বুক ব্যাঙ্ক, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৪৭৪৩২১৫৯২ ■ বর্ণপরিচয়, জঙ্গীপুর (কলেজ হোস্টেলের নিকট), মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৯৩৩১০৮৭৮১, ৯৭৩২৬৪৯৫৩৫ ■ অগ্রণী চিলড্রেন একাডেমি, মিঠিপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৮০০৯১০০২৮, ৮৬১৭০৭৭৬৮৭ ■ মাসুক বই ঘর, হাই মাদ্রাসা রোড, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৯৩২৭৮৭৩৪৭, ৯৬৪১০৯৩৩৫০ ■ কাবিলপুর মডার্ন শিশুশিক্ষা নিকেতন, কাবিলপুর, সাগরগিঘী, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৭৬৭৯৬৯৮৮১৭, ৯৭৩২৬৮৮৫১৬, ৮৯২৭৬৩৭৮৩৭ ■ আব্দুল্লা এন্টারপ্রাইজ, ব্যাঙডুবি মোড়, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯৪৩৪৮৫৩৯৪৭, ৮২৫০৪১৩৬৬৪ ■ রহমানি একাডেমি, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৮১ ■ জ্ঞান সঞ্চয় একাডেমি, রতনপুর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৮৯৬৭২৩৩৯৯২ ■ জাকারিয়া লাইব্রেরী, বৈষ্ণবনগর, মালদা, ফোন : ৯৯৩৩৭১৫২৯৮, ৬২৯৫১১৯৫৬২ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, মালদা, নারায়ণপুর, মালদা, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৯১, ৮৩৭৩০৫৮৬৯০ ■ জি এম লাইব্রেরী, কালিয়াচক-হাই স্কুলের সামনে, মালদা, ফোন : ৯৮০০৭১৯১৯৩, ৬২৯৫০৯১৮৫৩ ■ মডেল বুক ডিপো, মালদা টাউন, মালদা, ফোন : ০৩৫১২-২২০১৬০, ৭৪০৭৪৬৪৯৬৮ ■ পুঁথিপত্র বুক স্টল, চাঁচল, তরলতলা, মালদা, ফোন : ৮৬৪১৯৬২৬২৪, ৯৭৩৪৭৪৭৪৪৩ ■ সোনালী বুক ডিপো, সুজাপুর, মালদা, ফোন : ৯৪৭৪৩৪৭১৭৩, ৯৭৭৫৮৯১০৩৬ ■ আল-আমীন একাডেমি, সুজাপুর, গয়েশবাড়ী, সুজাপুর, মালদা, ফোন : ৯৬৭৪৪৫১৪৯৪ ■ সামসী বুক সেন্টার, রতনপুর, সামসী, মালদা, ফোন : ৯৭৩৪৯৭১৭১৪ ■ আল-আমীন মিশন, বেলপুকুর, বেলপুকুর, সিহল, দক্ষিণ দিনাজপুর, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৭৩ ■ লুমা মেডিকেল স্টোর্স এন্ড জেরক্স, প্রাণসাগর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ফোন : ৯৭৩৩৩২৮৯১০ ■ রুবি বুক স্টল, দাসপাড়া, উত্তর দিনাজপুর, ফোন : ৯৭৩৪৯৫৪৬৭৮, ৮২৫০৩৪৬৪৩৫ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, হেমতাবাদ, হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৮৯ ■ নিউ বুক ল্যান্ড, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর, ফোন : ৯৭৩৩২০২০১৯, ৯৮৫১৮৫৮১০০ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, শিলিগুড়ি, আসরাফনগর, মসজিদ রোড, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ফোন : ৮৩৭৩০৫৮৬৭০ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, জলপাইগুড়ি, পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি, ফোন : ৭৪৭৯০১০২৩৮ ■ মোয়াজ্জিন, নতুন মসজিদ, কোচবিহার টাউন, কোচবিহার, ফোন : ৯৬১৪২৪৯৮৭৩ ■ আল-আমীন মিশন একাডেমি, কোচবিহার, হাওয়ার গাড়ি, ঘুঘুমারি, কোচবিহার, ফোন : ৯৯৩২৩০৭৭৬৮, ৯৬১৪৮৫১৭৬৮ ■ সানি ল্যাবরেটরি, থানা মোড়, দিনহাটা, কোচবিহার, ফোন : ৯৬৭৯৭৩৪৯৭৯ ■ মাদ্রাসা জামিয়া ইলইয়াসিয়া ইসলামিয়া, ওকড়াবাড়ী, দিনহাটা, কোচবিহার, ফোন : ৯৯৩৩৪০০৪৭৫ ■ সাহিল বুক হাউস, মাথাভাঙা, কোচবিহার, ফোন : ৮৯৬৭১৯১২৪২

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৫৯
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪

প্রথম নজর

নথিবিহীন গাছ বোঝাই দুটি ট্রাক্টর আটক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নথিবিহীন গাছ বোঝাই দুটি ট্রাক্টর আটক হল। স্থানীয়দের দাবী দিনের পর দিন বন দফতরের মদতেই চলছে গাছ পাচার। বাঁকুড়ার কাঞ্চনপুর বীটের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরির জঙ্গল। স্থানীয়দের দাবী এই জঙ্গলগুলি থেকে গাছ কেটে দিনের পর দিন পাচার করছে একশ্রেণীর কাঠ মাফিয়া। বারংবার বন দফতরকে জানানো হলেও বন দফতর সে অর্থে কোনো ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবী মাঝেমধ্যে চোরাই কাঠ বোঝাই গাড়ি বন দফতর আটক করলেও কোনো অজানা কারনে ধরার পরে পরেই সেই কাঠ বোঝাই গাড়িগুলি ছেড়ে দেয়। পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। যে বন দফতরের জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব সেই বন দফতরের এমন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকার আপামর মানুষ। বন দফতর অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

ফ্লাইওভারে স্থায়ী জাতীয় পতাকা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় এবার থেকে জাতীয় সড়কের ফ্লাইওভারে স্থায়ীভাবে উঠবে জাতীয় পতাকা। নেতাজির জন্ম দিবসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষর সাথে এ রকমই ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে উঠল জাতীয় পতাকা। নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পতাকা উত্তোলন হল। নদীয়ার ফুলিয়ার জাতীয় সড়কে ফুলিয়ার স্টেশন পাড়া কালি বাড়ি বারোয়ারি সংঘের উদ্যোগে জাতীয় সড়কের ওভার ব্রিজের পাঁচিল ঘেঁষে এই পতাকা উত্তোলন হয়। প্রথমে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে পথ পরিক্রমা করে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। পতাকা উত্তোলন করেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বীরেন কুমার বসাক।

নেতাজির জন্মদিনে এক মঞ্চে বাম-তৃণমূল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নেতাজির জন্মদিনে এক মঞ্চে শাসক বিরোধী। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে মালদায় নেতাজির জন্মদিনে শামিল তৃণমূল সিপিএম নেতৃত্ব। আর এই মঞ্চ থেকে ২৩ শে জানুয়ারি কে যারা জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে পারে না, তারা আবার ২২ তারিখ অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছে এমনই দাবি তুলে সোচ্চার হলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। উল্লেখ্য আজ ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে নেতাজি মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালনের আয়োজন করা হয়েছিল। যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য তৃণমূল কাউন্সিলারা। তৃণমূলের এই মঞ্চে একই সঙ্গে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীকে। শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের সাথে নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনিও। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, মালদা শহরের সমস্ত স্কুল ক্লাব রাজনৈতিক দলগুলি একসাথে মিলে নেতাজীর জন্মদিন পালন করছে খুব ভালো লাগছে। আমরা সবাই নেতাজির ভক্ত। এখানে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই। আমাকে ডেকেছে আমরা এসেছি। মাল্যদান কর্মসূচির পর এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ২৩ শে জানুয়ারিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার পক্ষে বিজেপিকে একহাত নেন তিনি।

আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে মাল্যদান করছিলাম ঠিক সেই সময় সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এখানে আসেন আমরা তাকেও আমন্ত্রণ জানাই মাল্যদান করতে এটা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব পাল্টা দাবি করলেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

মাদ্রাসা টেট পরীক্ষার অ্যাডমিটে বিলম্ব

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: এক দশক পর শূন্যপদের সংখ্যা যথেষ্ট কম, মাত্র ১,৭২৯ পদে নিয়োগের জন্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের (এমএসসি) বিজ্ঞপ্তিতে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। ২৮ জানুয়ারি এমএসসি-র প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের টেট আর এই টেটের অ্যাডমিট দেওয়ার কথা ২৩ জানুয়ারি অথচ এখনো (রাত সাড়ে দশটা) কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা নেই অ্যাডমিট।

কমিশনের নোটিশে যোগাযোগের যে নাম্বার দেওয়া ছিল তাতে ফোন করলে ফোন সুইচড অফ থাকায় উত্তর মেরেনি। এমতাবস্থায় ক্ষুব্ধ হবু শিক্ষকরা। এক চাকুরী প্রার্থী অভিযোগ করেন. মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ব্যর্থতার নিয়ে।

তারা আরো অভিযোগ করেন, কমিশন জানিয়েছে, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের টেট এবং নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। অথচ রাজ্যে এর আগে টেট পর্যায়ের কোনও নিয়োগ- পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং থাকেনি। এই পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার টেটের দিন দশেক আগে কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ।

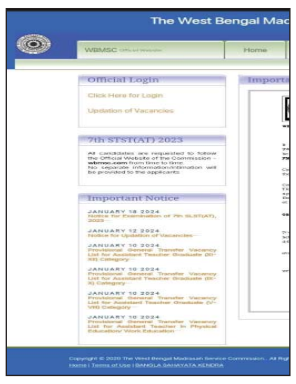

চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ পদ্ধতি, বা সর্বভারতীয় সমতুল কোনও পরীক্ষাতেও নেগেটিভ মার্কিং নেই। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (এনসিটিই)-এর গাইডলাইনেও টেটে নেগেটিভ মার্কিং না রাখার কথা বলা আছে। সে জায়গায় কমিশনের জানাচ্ছে, দু'টি ভুল উত্তরে কেটে নেওয়া হবে এক নম্বর। প্রার্থীদেরঅভিযোগ, এই বিধি সম্পূর্ণ ভাবে এনসিটিই-র নিয়মবিরুদ্ধ। কমিশনের অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হয়নি আপনজন প্রতিনিধি।

নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণার দাবি জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: নেতাজি আমাদের জাতীয় সম্পদ,তিনি আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।নেতাজি ধর্ম নিরিপক্ষতার প্রতীক।দেশর্থ প্রতীক তাই তার জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হোক দাবি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তিনি বলেন যে আমাদের দুঃখ ধর্ম অন্ধতার মুখে দেশ কে ফেলে দিচ্ছে। তারা নেতাজির মহৎ বুঝতে পারছে না। নেতাজি কত বড় মানুষ ছিলে শুভেন্দু ন এবং দেশ কে এক রাখার জন্য কি করেছেন এদিন তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন যে আমি নিশ্চিত যদি নেতাজি থাকতেন তাহলে দেশ ভাগ হত না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের মধ্যে নেতাজি নেই। তিনি স্বাধীনতার সময় ছিলেন না। তাই আজকে দেশ তার খেসারত দিচ্ছে বলে জানান তিনি। মেয়র বলেন দেশ আজ ও তার অনুপস্থিতির জন্য খেসারত দিচ্ছে। কারণ তার আদর্শ থেকে বিচ্চুতি ঘটছে বলে অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের। এদিন শুভেন্দু অধিকারীর ডি এ আন্দোলন নিয়ে আগুন জ্বলবে হুশিয়ারি পাল্টা দাবি আগুন জ্বালিয়ে কোনো দিন রাজ্য চলতে পারে না। আগুন জ্বালিয়ে গুজরাট জ্বলতে পারে, আগুন জ্বালিয়ে ইউপি জ্বলতে পারে , বিদ্বেষ করতে পারে কিন্তু বাংলায় কিছু করতে পারবে না বলে পাল্টা জবাব ফিরহাদ হাকিমের। তিনি এদিন দাবি করেন যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের চেষ্টায় অনেকটা ডি এ দিয়েছেন। আরো দেওয়ার সবসময় চেষ্টা করছেন। ফিরহাদ হাকিমের স্পষ্ট দাবি বাংলার উন্নয়ন স্তব্ধ করে ডি এ দেব তা নয়। তার অভিযোগ এখন যারা ডি এ চাইছেন তারা একসময় বাম ছিল এখন শুভেন্দুকে ধরে রাম হয়েছেন।কিন্তু বেশ ভাগই কর্মচারী আমাদের সাথে আছে বলে দাবি তার। সবাই কর্মচারীরা বুঝতে পারছেন। শুধু দুচার জন কর্মচারী আছেন তারা শুভেন্দু কে ধরে রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের । তার আরো অভিযোগ আগে কমরেড ছিল একজন রমরড হয়েছেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী সংহতি মিছিল নিয়ে মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, তোমরা লোকসভা নির্বাচনে মানুষ কে খেতে দিতে পারো না, মানুষকে আশ্রয় দিতে পারো না। মানুষ কে বাসস্থান দিতে পারো না কাপড় দিতে পারো না। তাই সারা ভারতে এত কৃষক আত্মহত্যা করছে।তোমার লোক সভা বেকারত্ব হু হু করে বেড়েছে। মুদ্রস্ফৃতি আজকে তলানিতে ঠেকেছে বলে অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের। তার আরো অভিযোগ দেশের আর্থিক অবস্থা শেষ করে দিয়েছে। মানুষের নাগালের বাইরে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ তার। আর তার থেকে মন ঘোরানোর জন্যে আজকে তোমরা রামের আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানান তিনি। ফিরহাদ বলেন যে কালকে আমাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেছেন যে নির্বাচন কর্ম দিয়ে হায় ধর্ন দিয়ে নয়। ধর্ম তোমার ধর্ম আমার কিন্তু কর্ম যেটা মানুষের সেবায় লাগে। তাই কর্ম দিক থেকে মানুষ কে ঘোরানোর জন্য ধর্মের পথে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের।

‘ভারতবর্ষ রাম-রহিম সকলের’, গোবরডাঙ্গা উৎসব থেকে বার্তা মন্ত্রীর

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: রবিবার প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বহুলালোচিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে, এ কারণে অর্ধদিবস ছুটিও ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার গোবরডাঙ্গা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে রাম মন্দির প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সরব হন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আসলে রাম সকলের কাছে একটা আবেগ, কেউ কেউ রামকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে। আমরা এটা মনে করি বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি - এখানে যেমন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আছেন তেমনি রামও আছেন। কিন্তু ধর্মের নামে একটা বিভাজনের চেষ্টা চলছে। আমি এটা মনে করি, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ যে চরিত্র সংবিধানে বলা আছে - এটা রাম রহিম সকলের দেশ, অতএব এটা নিয়ে বিভাজন হবে না। রাম কারোর একার না, রাম সকলের’ বলেও মন্তব্য করেন রথীন ঘোষ। পাশাপাশি গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে গোবরডাঙ্গা উৎসব নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ২৩শে জানুয়ারি মঙ্গলবার নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে, পৌরপ্রধান শংকর দত্তের পৌরোহিত্যে সূচনা হলো গোবরডাঙ্গা উৎসবের। গোবরডাঙ্গা এলাকার সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সহ কয়েক হাজার গোবরডাঙ্গাবাসীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত। পৌরপ্রধান সংকর দত্ত গোবরডাঙ্গা উৎসব থেকে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখে গোবরডাঙ্গাবাসীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার বার্তা দেন। এদিন গোবরডাঙ্গা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক মিন্টু সাহাজি, পৌর প্রধান নিমাই ঘোষ, জয়া দত্ত, ইলা বাকচি প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা সকলেই গোবরডাঙ্গা উৎসবের কর্মসূচি এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সার্ভিকাল ক্যান্সার সচেতনায় ওয়েস্ট কলকাতা হাসপাতালে বিশেষ কর্মসূচি

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: সার্ভিকাল ক্যান্সার কতটা বিপদজনক, কিভাবে তা হয়ে থাকে এবং প্রতিরোধ করার উপায় সম্পর্কের মানুষকে সচেতন করতে মঙ্গলবার ওয়েস্ট কলকাতা মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতালে সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কোরান তেলাওয়াত মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করেন মঃ রুহুল আমিন মোল্লা। সার্ভিকাল ক্যান্সার সম্পর্কের বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন এবং কিভাবে সেটিকে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধ করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ডাক্তার সোফিয়া আকতার। তিনি বলেন - ইতিপূর্বে এই সার্ভিকাল ক্যান্সার ৫০ বছর বয়সের উর্ধে মহিলাদের হতো এখন ৩০-৩৫ বছর বয়সের মহিলাদের হচ্ছে, এর মূল কারণ এইচ পি ভি ভাইরাস। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া এটাও একটি কারণ মূলত শারীরিক সম্পর্কের কারণেই এটি হয়ে থাকে, একাধিক পুরুষের সাথে মেলামেশা বা কোনো রকম ইনফেকশন বা মাসিকের সময়ে কিছু লক্ষণ। ডাক্তার সোফিয়া আকতার স্ক্রিনে দেখিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন ডাক্তার আয়েশা আবিদ। তিনি বলেন এই ক্যান্সার-এর লক্ষণ আসবে সেই অপেক্ষায় থাকলে এটি বিপদ আনবে তাই আমরা লক্ষণ আসার পূর্বেই এটিকে নিয়ে সচেতন থাকবো,পরীক্ষা করব তাহলে এর লক্ষণ আসার পূর্বেই আমরা এটিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবো। তিনি বলেন সার্ভিকাল ক্যান্সার যাচাই করা খুবই সহজ সেটি এই হাসপাতালে হয় এবং এটিকে প্রতিরোধ করতে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটি এই হাসপাতালে পাওয়া যাবে। এই ভ্যাকসিন ৯-১৪ বছরের মেয়েদের জন্য দুটো ডোজ এবং ১৪-২৬ বছর বয়সের মেয়েদের জন্য তিনটি ডোজ। এই ভ্যাকসিন বিয়ের পূর্বেই নিতে হবে, অর্থাৎ শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই এবং কেউ যদি এর ডোজ সম্পূর্ন করে থাকে তবে তার মধ্যে এই সার্ভিকাল ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা সমাপ্তি হয়ে যাবে। তিনি সকলকে অনুরোধ করেন সার্ভিকাল ক্যান্সার হওয়ার পূর্বেই এটিকে প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা অগ্রিম গ্রহণ করতে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোলাম হাসিব ভ্যাকসিনটির সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং এটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য তার উদাহরণ দেন। মানুষকে এই রোগ সম্পর্কের সচেতন করতে নেওয়া এই ভূমিকার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন হাওড়ার প্রাক্তন জেলা পরিষদ আমিনা খাতুন। তিনি সামাজিক ভাবেও মহিলাদের সচেতন হওয়ার উপদেশ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদ শামসুল আলম তরফদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাহমুদুল হাসান ও সমাজ সেবি সেখ তাইজুল করিম। পরিশেষে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্থ থাকার নির্দেশে ও নারী সম্পর্কে পাতলা মোয়াজ্জেম স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা দীনিয়াত মোয়াল্লিমা কলেজের প্রিন্সিপাল মঃ রুহুল আমিন মোল্লার বক্তব্যে সভা শেষ হয়।

কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ হাসনাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: কংগ্রেসে বড় ভাঙন হাসনাবাদে। শতাধিক কংগ্রেস সমর্থক দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। হাসনাবাদের পাটলিখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালআটিতে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ও বস্ত্র বিতরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এসে জাতীয় কংগ্রেস প্রায় ১০০ কর্মী সমার্থক এদিন তৃণমূলে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আমিরুল গাজি, পাটলিখানপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সেলিম মোল্লা তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন স্থানীয় কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের হাতে। বিধায়ক দেবেশ মন্ডল বলেন, ‘পাটলিখানপুর পঞ্চায়েতের দীর্ঘদিনের কংগ্রেসের সংগঠক আবুজার গাজি। এই এলাকায় কংগ্রেসকে ধরে রেখেছিলেন। আবুজার গাজির নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এদিন তৃণমূলে এসে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের সৈনিক হিসেবে শপথ নিলেন।’ বিধায়কের দাবি, ‘এই পঞ্চায়েত এলাকায় টিমটিম করে যেটুকু কংগ্রেসের সংগঠন ছিল তাও আর থাকল না।’

সাহিত্য আড্ডা রমজান একাডেমি সভাঘরে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শহর বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে হয়ে গেলো সাহিত্য আড্ডা । রমজান একাডেমি সভা ঘরে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের মিলন স্থলে পরিণত হয় ।এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা তুলে ধরা ।যারা নিভৃত চারি মানুষ যারা সুযোগ পায়না ,অন্তঃপুরের মহিলারা যারা সাহিত্য সাধনা করেন ।যাদের বই প্রকাশিত হয়না তাদের কথা থাকবে । যাদের কথা কেও বলেনা তাদেরকে একত্রিত করা ।গোটা রাজ্য জুড়ে এই সংস্থা সেই লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে ।এতে বহু অনামী সাহিত্য অনুরাগী মানুষ তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। সাহিত্যিক ড. রমজান আলি বলেন সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতি যে ভাবে কাজ করছে তাতে বাঙালি পিছিয়ে পড়া শ্রেণী সাহিত্যে বিপ্লব আনবে । সংগঠনের সম্পাদক এম রুহুল আমিন সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধিতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন । বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির রাজ্য সভাপতি ড. রমজান আলী , এম রুহুল আমিন রাজ্য সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন । সাহিত্য আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন মুস্তারি বেগম , সেখ জাহির আব্বাস ,ফিরোজা বেগম,ডাঃ সামশুল হক ,সৈয়দা বেনজির আসরার,সেখ মহম্মদ আমিন,কাজী জুলফিক্কার আলী, মাসুদ করিম, শামীমা আসমান সহ বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন জলঙ্গি ব্লকে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গি ব্লকের ঘোষপাড়া অঞ্চল কংগ্রেসের উদ্যোগে অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঘোষপাড়ার বাগমারা হাই স্কুল মাঠে। সকালে কংগ্রেসের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালনের মাধ্যমে কংগ্রেসের অষ্টম সম্মেলন শুরু হয়।দিনের এই সম্মেলনের মাধ্যম দিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কর্মীদের উজ্জীবিত করতে এই সম্মেলন বলে জানান ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। শুধু অঞ্চল নয় অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃত্ব এদিনের এই সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে কর্মীদের জন্য খাবারের ও আয়োজন করেছিল ঘোষপাড়া অঞ্চল কংগ্রেস কর্মীরা। কয়েকশো কংগ্রেস কর্মীরাও এদিনের সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন।

ভগবতীপুরে ইসলামী অনুষ্ঠান

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন:হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত ভগবতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে উরস পালিত হল। ভাদুয়া মোল্লাপাড়ায় দু'দিনব্যাপী ইসলামী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উক্ত গ্রামের গ্রামবাসী বৃন্দ। প্রসঙ্গত ৫ এবং ৬ মাঘ দুই দিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন সিনিয়র ও জুনিয়র কেরাত প্রতিযোগিতা এছাড় নাতে রসূল অনুষ্ঠান নজর কাড়েএলাকাবাসীর। ৬ই মাঘ উক্ত ইসলামী অনুষ্ঠানের প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। শেষ দিন বাদ ইশা কোরআন ও হাদিসের উপর আলোকপাত করেন মাওলানা শাহনাওয়াজ মন্ডল ফাতেহি, মাওলানা নিজাম উদ্দিন মোল্লা, মাওলানা ওমর ফারুক, মাওলানা আইনুল হক খান,মাওলানা আবুল কাসেম, জনাব হাফেজ আক্রাম মোল্লা। উরুস এ আজিজিয়া দুজনে অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা থেকে বড়দের নজর কাড়ে সকলের। অন্যান্য এলাকা থেকেও মানুষজন এই ইসলামি অনুষ্ঠানে আসেন।

‘দেশপ্রেম দিবসে’ শহর থেকে গ্রামে ছুটে এসে ফ্রি চিকিৎসা ডাক্তারদের

রঙ্গিলা খাতুন ● জীবন্তি

আপনজন: ‘দেশপ্রেম দিবসে’ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নজীর সৃষ্টি করলেন খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা । ২৩ জানুয়ারী দেশ নায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম দিনে ‘দেশপ্রেম দিবসে’ জীবন্তি যুগ-দূত সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামের মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শহর থেকে জীবন্তিতে ছুটে এসে কয়েকশো মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নজীর সৃষ্টি করলেন কলকাতাসহ বহরমপুরের নামকরা চিকৎসকেরা ।

কান্দির জীবন্তি পুলিশ ক্যাম্পে মঙ্গলবার সকাল ১০ থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে লক্ষীনারায়নপুর, উদয়চাঁদপুর, দুর্গাপুর, গোকর্ণ, মহলন্দী সহ একাধিক গ্রামের কয়েকশো মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।

বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিলেন কলকাতার বিশিষ্ট্য চিকিৎসক গাউনো (প্রসূতি) এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ মোহতাসিম হোসেন ওরফে পিয়ার ডাক্তার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার তুহিন চক্রবর্তী ও বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালের চিকিৎসক মোহম্মদ আমানুল্লা , দন্ত চিকিৎসক নাসরিন আক্তার, শিশু বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন মন্ডল প্রমুখ্য। জীবন্তি যুগ-দূত ক্লাবের পক্ষ থেকে সমস্ত চিকিৎসকদের ব্যাচ পড়িয়ে মমেন্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ।

প্রসঙ্গত গ্রামের অসহায় দুস্থ গরীব মানুষ ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ যারা নামী দামী ডাক্তারের দেখানোর সুযোগ পাননা না তাদের জন্য জীবন্তি যুগ-দূত সংঘের উদ্যোগে এবং চিকিৎসকদের সহযোগীতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ ঔষধ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মোহতাসিম হোসেন ওরফে পিয়ার ডাক্তার বলেন “ আজ ২৩ জানুয়ারী মহান নেতা নেতাজীর জন্মদিনে অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ভবিষৎতে আরো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হল আমি আপদেরই একজন এই জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কের ছাত্র। এখানেই বড়ো হয়রছি। চিকিৎসক হয়েছি ঠিকিই কিন্তু গ্রামের মানুষকে ভুলে যায়নি।”

প্রথম নজর

বাড়ি ধ্বংস করতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহত হল ২১ ইসরায়েলি সেনা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় দুটি ভবন ধ্বংস করতে গিয়ে বিস্ফোরণে ২১ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, তিন মাস ধরে চলা যুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার শিকার হয়েছেন তাদের সেনা সদস্যেরা। মঙ্গলবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রধান মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল দানিয়েল হাগারি বলেন, মধ্য গাজার দুটি ভবন উড়িয়ে দিতে ইসরায়েলি সেনাসদস্যেরা বিস্ফোরক প্রস্তুত করছিলেন। এ সময় ইসরায়েলি বাহিনীর একটি ট্যাংকের কাছে রকেট-চালিত গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। একসঙ্গে গ্রেনেড আর বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে ভবন ধসে পড়ে। এতে ভবনের ভেতরে থাকা সেনাসদস্যেরাও ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েন।

গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায়। এতে ১ হাজার ২০০ এর বেশি ইসরায়েলি নিহত হন। এ সময় হামাস আরও প্রায় ২৫০ জনকে বন্দী করে নিয়ে যায়। গত নভেম্বরে সাত দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে হামাস শতাধিক ইসরায়েলি বন্দীকে এবং ইসরায়েল ২৪০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়।

৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে। তারা বেসামরিক নাগরিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আশ্রয়শিবির, হাসপাতাল সর্বত্র হামলা চালায়। এতে ২৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে গাজার ৮৫ শতাংশ মানুষ।

ফ্রান্সে কৃষকদের সড়ক অবরোধ, নিহত মহিলা

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের বিভিন্ন অংশে গত সপ্তাহে শুরু হওয়া বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। কৃষকরা সোমবারও ট্রাক্টর নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেছেন।

কৃষি শ্রমিকরা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে পারপিগনান শহরের কাছে মহাসড়কের প্রস্থান কঠিন করার জন্য পাথর এবং নুড়ি ফেলে। তুলুজের উত্তরে গলফেচ পরমাণু কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রটির অপারেটর জানান, বিক্ষোভকারীদের তৎপরতা সত্ত্বেও তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন।

কৃষকরা জানান, ট্রাক্টর জ্বালানির ওপর উচ্চ কর, সস্তা আমদানি, খুচরা বিক্রেতাদের দামের চাপ, পানির ঘাটতি এবং জাতীয় ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয় স্তরে অত্যধিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে তারা আন্দোলন শুরু করেছেন।

এদিকে পুলিশের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে বিক্ষোভরত কৃষকদের স্থাপিত সড়ক অবরোধে একটি গাড়ি ধাক্কা দিলে এক নারী নিহত হন। মুখপাত্র বলেন, একটি গাড়ি কৃষকদের সড়ক অবরোধে ঢুকে পড়ে। এতে তিনজন আহত হন। এতে এক নারী নিহত ও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাড়ির তিন আরোহীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এবারের হজে পরিবহন সেবায় থাকবে ২১ হাজার বাস

আপনজন ডেস্ক: হজযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের পরিবহন ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে সৌদি আরব। এ বছর ২০ লাখ হজযাত্রীর পরিবহন সেবায় ২১ হাজার বাস থাকবে। সিন্ডিকেট অব কারস-এর মুখপাত্র রুবা আল-গুসন এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল-ইখবারিয়া টিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

রুবা আল-গুসন বলেন, এ বছর হজযাত্রীদের জন্য ৬৫টি কম্পানি থেকে এখন পর্যন্ত ২১ হাজার বাসের বরাদ্দ নিশ্চিত হয়েছে। এসব কম্পানির কার্যক্ষম পরিকল্পনা নিরীক্ষার পর বাসের উপযুক্ততা নিশ্চিত হয়ে নির্দিষ্ট পরিবহন সংস্থাকে নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা পর্যন্ত উড়ন্ত ট্যাক্সি চালু করা হবে। পুরোপুরি বিদ্যুতে চলা এসব যানের মাধ্যমে মক্কার পবিত্র মসজিদ ও আশপাশের হোটেলগুলোতে যাত্রী পরিবহন করা হবে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ মাসের শুরুতে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হজ ও ওমরাহ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হজ মৌসুমের কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়। আগামী ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

গত বছরের জুনে করোনা-পরবর্তী সময়ের সর্ববৃহৎ হজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেয়, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ বিদেশি হজযাত্রী ছিল। তা ছাড়া ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

সৃষ্টিকর্তার দোহাই নেতানিয়াহু ক্ষমতা ছাড়ুন: ইসরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

আপনজন: ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আগামী বছরগুলোতে ইসরায়েলি সেনাদের গাজার কাদায় ডুবে মরা এড়াতে ইসরায়েলে এখনই নির্বাচন প্রয়োজন।

সোমবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, ক্ষমতা ছাড়ুন।'

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী ও হামাসের শাসন ক্ষমতা ধ্বংস না করে ইসরায়েল বিজয় ঘোষণা করতে পারবে না। কিন্তু জয়ী হওয়ার জন্য হামাসকে শুধু টিকে থাকতে হবে। এমনকি যদি ইসরায়েল (হামাসের গাজা নেতা ইয়াহিয়া) সিনওয়ারকে হত্যা করে, তবুও তারা টিকে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, (সংঘাত থেকে উত্তরণের) একমাত্র উপায় হলো ইসরায়েলে সরাসরি নির্বাচন আয়োজন করা।

এহুদ বারাক ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং আইডিএফের চিফ অব স্টাফ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলের নেতৃত্বের শূন্যতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গাজায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও বিবেচনা করার জন্য 'অভ্যন্তরীণ মন্ত্রিসভা থেকে সুস্পষ্ট দাবি' আসছে। কিন্তু সেই দাবি নেতানিয়াহু প্রত্যাখ্যান করছেন। এহুদ বারাক বলেন, বিবি (নেতানিয়াহুকে বিবি নামে ডাকা হয়) যদি গাজা থেকে প্রস্থান পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করা অব্যাহত রাখেন তবে আমরা আগামী বছরগুলোতে গাজার কাদায় ডুবে যাব।

নেতানিয়াহুর কট্টর ডানপন্থী জোটের শরিকদের লক্ষ্য করে বারাক বলেন, আমি তাদের (অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইতামার বেন গভির) আমেরিকার প্রাউড বয়েজের সঙ্গে তুলনা করি। কল্পনা করুন, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের একজন (প্রাউড বয়েজদের একজন) অর্থমন্ত্রী হতো এবং অন্যজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতো।

তিনি বলেন, 'এটা পাগলামি। কিন্তু ইসরায়েলে ঠিক তাই ঘটেছে এবং নেতানিয়াহু তাদের উপর (অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইতামার বেন গভির) নির্ভরশীল। তিনি তাদের কাছে জিম্মি।

চাপে পড়ে দুই মাস যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: জিম্মিদের স্বজনরা পার্লামেন্টে ঢুকে হট্টগোলের পর ফিলিস্তিনের গাজায় দুই মাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে ইসরায়েল। দুই মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার এবং মিশরের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে হামাসের কাছে প্রস্তাবটি পাঠানো হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রস্তাবে হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি প্রক্রিয়াকে কয়েকটি স্তর বা পর্যায়ে ভাগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জিম্মিদের মধ্যে যাদের বয়স ৬০ বছরের বেশি এবং অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন, সবার আগে তাদের মুক্তি চায় ইসরায়েল।

পরবর্তী পর্যায়গুলোতে আটক ইসরায়েলি নারী সেনাসদস্য, বেসামরিক তরুণ-তরুণী ও পুরুষ সেনাসদস্যদের মুক্তির ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবে।

সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, এই জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি বেশ কিছু ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হবে। তবে কতজনকে মুক্তি দেওয়া হবে সেই সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।

প্রস্তাবে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি ইসরায়েল; তবে বলেছে, গাজার প্রধান শহরগুলোতে ইসরায়েলি সেনাদের উপস্থিতি হ্রাস করা হবে এবং যুদ্ধ শুরুর পর উপত্যকার যেসব ফিলিস্তিনি বাড়িঘর ছেড়েছে তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হবে।

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস শায়খ আওয়ামাকে এরদোগানের বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন

আপনজন ডেস্ক: আলেমদের প্রতি বরাবরই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান। আরো একবার তা প্রমাণিত হলো। মহানবী সা:-এর হাদিসের সংকলিত গ্রন্থ নিয়ে গবেষণার জন্য বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস শায়খ মোহাম্মদ আল-আওয়ামাকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার (২০ জানুয়ারি) ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত সুলায়মানি মসজিদে অনুষ্ঠিত এক বর্ণাঢ্য আয়োজনে তাকে সম্মননা দেয়া হয়। সম্মননার স্মারক হিসেবে শায়খ আওয়ামার হাতে প্রেসিডেন্ট এরদোগান 'আল-আসমাউল হুসনা' লেখা একটি পদক তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশটির ধর্মবিষয়ক প্রধান ড. আলী ইরবাশ, উচ্চশিক্ষাবিষয়ক প্রধান আরুল উজওয়ার, উপসাগরীয় উলামা পরিষদের সভাপতি আজিল আল-নাশমি, ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। শায়খ মোহাম্মদ আওয়ামা কর্তৃক হাদিসবিষয়ক বড় দুটি গবেষণা শেষ হওয়ায় এই আয়োজন করে ইস্তাম্বুলের ইবনে খালদুন বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত অতীতের আলেমদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সদ্যঃসমাপ্ত গবেষণাকে স্মরণীয় রাখতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

গবেষণা দুটি হলো—এক. দীর্ঘ সাত বছর ধরে হাদিস বর্ণনাকারী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ 'তাদরিবুর রাবি' ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, দুই. দীর্ঘ চার বছর ধরে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সুনানে তিরমিজির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

শায়খ মোহাম্মাদ আওয়ামার তত্ত্বাবধানে উভয় কাজ সম্পন্ন হয়। হাদিসের গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সবার প্রশংসা করে এরদোগান বলেন, 'সুনানে তিরমিজির ১২ খণ্ডের নতুন এ সংস্করণ হাদিসের শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে থাকবে। শায়খ মোহাম্মদ আওয়ামার নেতৃত্বে শিগগির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সুন্নাহ অ্যান্ড রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইয়েমেনে হুতিদের ওপর আবার ব্রিটেন আমেরিকার হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের ওপর আবার যৌথ বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। সোমবার রাতে গোষ্ঠীটির বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে এ হামলা চালানো হয়। মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল সিবিএসকে এ তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাবিষয়ক দুই কর্মকর্তা।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন জানিয়েছে, হুথি গোষ্ঠীর ওপর সোমবারের এই হামলায় আটটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ সাইট এবং হুথি ক্ষেপণাস্ত্র ও নজরদারি সক্ষমতাও রয়েছে।

ইরান-সমর্থিত হুথিরা লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট দিয়ে যাতায়াতকারী ইসরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য বলেছে, তারা 'বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ' রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

পেন্টাগনের জারি করা একটি যৌথ বিবৃতিতে হুথিদের বিরুদ্ধে 'আনুপাতিক এবং প্রয়োজনীয় আরও একটি হামলার' কথা নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমাদের লক্ষ্য উত্তেজনা হ্রাস করা এবং লোহিত সাগরে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা, তবে আসুন আমরা হুথি নেতৃত্বের প্রতি আমাদের সতর্কতা পুনর্ব্যক্ত করি: আমরা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে জীবন এবং বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষা করতে দ্বিধা করব না। ক্রমাগত হুমকির মুখে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ। ইয়েমেনে হুথিদের লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্রের এটি অষ্টম হামলা। আর গত ১১ জানুয়ারি যৌথ হামলা চালানোর পর এটি যুক্তরাজ্যের সাথে দ্বিতীয় যৌথ অভিযান। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা এবং নেদারল্যান্ডসের সমর্থনে এই হামলা চালানো হয়েছে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আইজেনহাওয়ারের যুদ্ধবিমানগুলো সোমবারের হামলায় যুক্ত ছিল। আর চারটি আরএএফ টাইফুন যুদ্ধবিমান সোমবারের হামলায় অংশ নিয়েছে বলে যুক্তরাজ্য জানিয়েছে।

অন্যদিকে হুথি-চালিত আল মাসিরাহ টিভি ইয়েমেনের সানা, তাইজ এবং বায়দা প্রদেশে হামলার খবর দিয়েছে, যার মধ্যে রাজধানীর কাছে অবস্থিত আল-দাইলামি বিমানঘাঁটিও রয়েছে। ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক থাকার সন্দেহে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হুথিদের হামলা লোহিত সাগরে উত্তেজনা ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৪ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৩	
মাগরিব	৫.২৪	
এশা	৬.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

ভেনিজুয়েলায় প্রেসিডেন্টকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেফতার ৩২ জন

আপনজন ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে হত্যার মার্কিন-সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক মাস দীর্ঘ তদন্তের পর ৩২ জন বেসামরিক ও সেনা সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার দেশটির প্রসিকিউটর অফিস এ কথা জানায়। অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব কারাকাসে সাংবাদিকদের বলেন, সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে তাদের দোষ স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মাদুরোর অনুগত সাব বলেছেন, কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও নির্বাসিত সেনা সদস্যসহ অপর ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

কথিত চক্রান্তের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনোকেও সন্দেহের আওতায় রাখা হচ্ছে। মাদুরো গ্রেফতার ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তির আহ্বান জানান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে চক্রান্তের সাথে জড়িত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বরখাস্ত ও বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন।

মাদুরো এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বলেন, 'সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাজা প্রয়োগ করা উচিত।'

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ২শ' লোক নিহত

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধ শুরুর পর সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় ২শ'রও বেশি লোক নিহত হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি'র পরিসংখ্যান থেকে এই কথা জানা গেছে।

গত ৭ অক্টোর ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে লেবানন ও ইসরায়েল সীমান্তে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ গ্রুপের সাথে প্রায় প্রতিদিনই তেল আবিরের গুলি বিনিময় হচ্ছে। সোমবার হিজবুল্লাহ এক ঘোষণায় বলেছে, জেরুজালেম যাওয়ার পথে তাদের তিন যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। এই নিয়ে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দক্ষিণ লেবাননে ২০২ জন প্রাণ হারিয়েছে। এদের মধ্যে ১৪৭ জনই হিজবুল্লাহর সদস্য। এছাড়া ইসরায়েলী হামলায় তিন সাংবাদিকসহ ২৬ বেসামরিক নাগরিক, দু'জন উদ্ধারকারী এবং এক লেবাননী সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

এদিকে লেবানন সীমান্তে হামাস ও ইসলামিক জিহাদ গ্রুপের ১০ জন নিহত হয়েছে বলে গ্রুপ দু'টি দাবি করেছে।

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সংঘাত শুরুর পর লেবাননের ওই অঞ্চল থেকে ৮৩ হাজারেরও বেশি লোক তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

জাতিসংঘে রাশিয়া ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসাইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বৈঠক করেছেন। খবর তাস'র। বৈঠক শুরু হওয়ার আগে দুই মন্ত্রী করমর্দন করেন।

আব্দুলাহিয়ান ল্যাভরককে জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন আছেন।' রুশ মন্ত্রী জবাবে রসিকতা করে বলেন, 'সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে আমরা এখনো খুঁজে বের করতে পারিনি, কার নিয়ন্ত্রণে।' এর আগে ল্যাভরভ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের ফাঁকে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেতনো মারসুদি এবং লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লা বাউ হাবিবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা এবং ইউক্রেন বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে অংশ নিতে ল্যাভরভ বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। এসব বৈঠকের পাশাপাশি সেখানে কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেরও আশা করা হচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Hasem Gazi, S/o Sajdel Gazi, aged about 39 years, residing at – Village: Mamudpur, P,O & P.S. – Magrahat, Dist. – South 24 Parganas, PIN - 743355.
That in my Aadhar card No. 8800 49041367 and Pan Card No: EJNPG5323L, Voter Card No: FJW2876589 my name was recored as Abul Hasem Molla, S/O- Bodho Molla instead of Hasem Gazi, S/o Sajdel Gazi. Do hereby solemnly affirmed and declared by Affidavit before1st class Judicial Magis-trate, Diamond Harbour on 29.12.2023 That Hasem Gazi, S/o Sajdel Gazi and Abul Hasem Molla, S/O- Bodho Molla denotes the same and one identical person.

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৮ মাঘ ১৪৩০, ১১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সচেতন হইতে হইবে

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন—‘ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।’ ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, ‘মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।’

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে—ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে ‘সংখ্যা-৯’ ‘সংখ্যা-৮’-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল—তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল—আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত ‘সংখ্যা-২’ যখন ‘সংখ্যা-১’-কে মারিল ‘সংখ্যা-০’ (শূন্য) তখন ভাবিল—এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। ‘সংখ্যা-১’ তখন গিয়া ‘০’ (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল—আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়—‘ঐক্যবদ্ধ’ থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি ‘এক’ থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, ‘এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।’

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন—‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?’

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাংকার খোঁড়ার সময় এসে গেল কি?

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সেখানে নিরাপদে বাস করার বিষয়টি ব্যাপক হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে কি? ব্যাপারটিতে ইউরোপীয়দের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? যেভাবে নানা দিক থেকে সতর্কবার্তা আসছে, সে ধরনের কিছু ঘটলে বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ফাঁস হওয়া নথিতে বলা হচ্ছে, বার্লিন মনে করছে, রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ ইউরোপে সেই যুদ্ধ নিয়ে যেতে চায়। ন্যাটোর সঙ্গে একটা বড় যুদ্ধ শুরু করতে চায় মস্কো। যথেষ্ট উদ্বেগ আছে যে রাশিয়া নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়াতে চায় এবং আক্রমণ করে উদারবাদী রাষ্ট্রগুলোতে হকচকিত করে দিতে চায়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, তার পরম্পরা সৃষ্টি করতে চান। লিখেছেন **মার্ক লেসি**।

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সেখানে নিরাপদে বাস করার বিষয়টি ব্যাপক হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে কি? ব্যাপারটিতে ইউরোপীয়দের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? যেভাবে নানা দিক থেকে সতর্কবার্তা আসছে, সে ধরনের কিছু ঘটলে বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ফাঁস হওয়া নথিতে বলা হচ্ছে, বার্লিন মনে করছে, রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ ইউরোপে সেই যুদ্ধ নিয়ে যেতে চায়। ন্যাটোর সঙ্গে একটা বড় যুদ্ধ শুরু করতে চায় মস্কো। যথেষ্ট উদ্বেগ আছে যে রাশিয়া নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়াতে চায় এবং আক্রমণ করে উদারবাদী রাষ্ট্রগুলোতে হকচকিত করে দিতে চায়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, তার পরম্পরা সৃষ্টি করতে চান।

সুইডেনের রাজনীতিবিদেরা তাঁদের নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের ভূখণ্ডে সম্ভাব্য একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। অন্যরা, যেমন নেইল ফার্গুসনের মতো ঐতিহাসিকেরা বলছেন, ‘বিশ্বব্যবস্থাকে উল্টে-পাল্টে দিতে পারে, এমন ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে আমাদের।’

সুতরাং বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির মতো অভিজ্ঞতার (যে ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের বেশির ভাগেরই নেই) মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

একটা বিষয় হলো, যুদ্ধবিষয়ক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডেটারেন্স (বিরত রাখা) তত্ত্ব ও এর অনুশীলন। খুব সরলভাবে বললে, অন্য কোনো দেশের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও আগ্রাসন ঠেকানোর উপায় কী, তা নিয়ে আলোচনা করে এই তত্ত্ব।

অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে পরাশক্তিগুলো একে অপরের সঙ্গে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা বলতে পারেন, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো যুদ্ধে না-ও জড়াতে পারে।

আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে। সেটি হলো ফাঁদে ফেলে বিরত রাখা। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বন্ধুবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে দেশে নিজেদের ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিংবা যে দেশে নিজেদের বিনিয়োগ রয়েছে, সেসব দেশে কেউ হামলা করতে আগ্রহী হবেন না।

কিন্তু এরপরও বিশ্বে এখন পরাশক্তিগুলোর এমন কিছু ভূরাজনৈতিক ও ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে তার চড়া মূল্য বিশ্বকে চুকাতে হতে পারে। তাতে বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধের মতো ভয়াবহ কিছুও ঘটতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বের আগের কয়েক প্রজন্মের ক্ষেত্রে নিজেদের ‘ভালো জীবন’ ধ্বংস হয়, এমন কিছু কল্পনা করাও অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যবস্থা উল্টে-পাল্টে দিতে পারে, এমন সব যুদ্ধ এখন একেবারে সন্নিকটে। আর কতিপয় নেতা বিশ্বায়নের ফল ভোগ করার জন্য নিজেদের বিনিয়োগ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ধ্বংস করতেও পিছপা হচ্ছেন না।

সংঘাতের ধূসর অঞ্চল

আন্তর্জাতিক সংঘাতের ধরন ও মাত্রাও বদলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৫ বছর ধরে বিশ্বে একটি প্রভাবশালী বিতর্ক হলো, আন্তর্জাতিক সংঘাতে একটা ‘ধূসর এলাকা’ বিরাজ করছে। এর অর্থ এই যে এমন সব পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ ও প্রস্তুতির সন্ধিক্ষণে দেশগুলো দাঁড়িয়ে, যেকোনো মুহূর্তে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্প্রতি এ রকম একটি সন্ধিক্ষণ তৈরি হয়েছে ইউক্রেন-রাশিয়ার আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা অব্যাহতভাবে এই সংঘাতকে এমনভাবে হাওয়া দিচ্ছে, যেন সেটি রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটোর যুদ্ধে রূপ নেয়।

আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

২০২৩ সালে আমরা দেখতে পেলাম, কীভাবে গুজব, অপতথ্য, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও সাইবার-অন্তর্ঘাতের মতো ঘটনা জনমনে অনিশ্চয়তা ও দেশে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। সামনের দিনগুলোতে উদারবাদী বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত সাইবার হামলা মোকাবিলা করতে হবে।

একটা বিষয় হলো, উদারবাদী বিশ্ব নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বড় কোনো যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে উদারবাদী বিশ্বের বাইরে থেকে সে ধরনের যুদ্ধ শুরু হতে পারে, যে যুদ্ধ কিনা গত শতকের চেয়ে ভয়াবহ ধ্বংস ও দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে।

তাহলে কি এই দশক শেষ হওয়ার আগেই যে মহাবিশৃঙ্খলা আসতে চলেছে, তা থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য এখনই বাংকার খুঁড়তে হবে আমাদের? আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ স্টিভেন পিংকারের তত্ত্ব উদারবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নাগরিকদের মহাবিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচানোর একটা পথ দিতে পারে। স্টিভেন পিংকারের তত্ত্বের মূল বিষয় হলো, ফাঁদে ফেলে বিরত রাখা। এর মাধ্যমে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে যুদ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগাম ধারণা সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ।। আর আমরা এমন একটি ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় আছি, যেখানে আগের সব অনুমান ও প্রত্যাশা বদলে যেতে পারে।

বিশ্ব এমন একটি নাটকীয় ও অনিশ্চিত রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রযুক্তি, ভূরাজনীতি, কৌশল ও নতুন নতুন খেলোয়াড়েরা এসে ভিড় করছেন। এখানে অতীতের যুদ্ধের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে সবটা শিক্ষা নিলে ভুল হবে। রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকেরা এমন সব ভুল কৌশল নিতে পারেন কিংবা ভুল হিসাব কষতে পারেন, তাতে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে।

সুতরাং প্রযুক্তি খাতের শতকোটিপতিরা যদি তাদের অর্থ পানিতে ফেলতে চায়, তাহলে তাদের উচিত বাংকার খুঁড়তে শুরু করা। এরপরও বিশ্বজুড়ে আরেকটি যুদ্ধ বেঁধেই যায়, তাহলে বিশ্ববাসীকে এমন এক প্রলয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে, যেটা তারা কখনোই দেখেনি।

মার্ক লেসি, যুক্তরাজ্যের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি, দর্শ ও ধর্মের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

একটা বিষয় হলো, যুদ্ধবিষয়ক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডেটারেন্স (বিরত রাখা) তত্ত্ব ও এর অনুশীলন। খুব সরলভাবে বললে, অন্য কোনো দেশের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও আগ্রাসন ঠেকানোর উপায় কী, তা নিয়ে আলোচনা করে এই তত্ত্ব। অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে পরাশক্তিগুলো একে অপরের সঙ্গে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা বলতে পারেন, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো যুদ্ধে না-ও জড়াতে পারে।

আরব দেশগুলো কেন ফিলিস্তিনের পক্ষে মামলা করতে গেল না

ফেরাস আবু হেলাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আনা গণহত্যার অভিযোগের শুনানি শেষ হয়েছে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সুনির্দিষ্ট করে বলেছে, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। অচিরেই গণহত্যা বন্ধের জন্য আইসিজেকে আদেশ দেওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা আবেদন করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, আরব দেশগুলো কেন এই মামলায় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলো না; কেনই-বা তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আইসিজেতে নালিশ জানাতে গেল না।

আইসিজের সনদ অনুযায়ী, জাতিসংঘের যেকোনো সদস্যদেশ যেকোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখানে মামলা করতে পারে। সে হিসেবে বলা যায়, আরব দেশগুলো আইসিজেতে সহজেই মামলা করতে পারত। অন্তত গত ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করার আগে প্রিটোরিয়াকে তারা ওই মামলায় বাদী হিসেবে যুক্ত করতে অনুরোধ জানাতে পারত।

গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদে যে বিধি ও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ রয়েছে, তা অনুসরণের ‘দায়বদ্ধতা’ দক্ষিণ আফ্রিকা স্বীকার করেছে। সেই একই বিবেচনায় ১৯টি আরব ও মুসলিম দেশ জেনেভা কনভেনশনের আওতায় একইভাবে মামলাটি করতে পারত।

এর মধ্যে রয়েছে মিসর, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইরাক, ওমান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মরক্কো, ইয়েমেন ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ)। অনেক আরব রাষ্ট্র বলতে পারে, আইসিজেতে মামলা করার মতো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ কেন তারা নিতে পারেনি, সে বিষয়ে তাদের কাছে ‘যুক্তিসংগত’ ব্যাখ্যা রয়েছে।

কোনো কোনো দেশ দাবি করতে পারে, তারা দুর্বল অর্থনীতির ছোট দেশ; ফলে এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে তাদের করুণ পরিণতি বরণ করতে হতে পারত। তিউনিসিয়ার মতো কিছু দেশ হয়তো বলবে, তারা এই মামলা করতে পারে না, কেননা তারা ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় না। তবে এই সব অজুহাত সৌদি আরব ও মিসরের মতো শক্তিশালী অর্থনীতি ও অধিকতর প্রভাবশালী দেশগুলোর ক্ষেত্রে খাটে না। বরং আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের যাওয়ার যুক্তিসংগত ভিত্তি রয়েছে। সৌদি আরব ও মিসর এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিতে পারে তা হলো, ইসরায়েল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের কোপানলে পড়ার ভয়। বেশির ভাগ আরব দেশ বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে ইসরায়েল ইস্যুতে আমেরিকার অবস্থানকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ইসরায়েলের বিরোধিতা করা দূরে থাক, উল্টো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করে গেছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির শর্ত মেনে সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিল। কয়েক বছর ধরে ওপেকের তেল উৎপাদন এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরব ও মিসরের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। তথাপি ইসরায়েল ইস্যুতে এই দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্রকে চটাতে চায় না। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গেলে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে খাদের কিনারায় চলে যাবে। এর বাইরে আরব দেশগুলোর মানবাধিকারসংক্রান্ত কুখ্যাত রেকর্ডগুলোও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেতে তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের আশঙ্কা, আইসিজেতে যদি তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করতে যায়, তাহলে ইসরায়েল কিংবা তার মিত্র কোনো দেশও আইসিজেতে আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিতে পারে।

সৌদি আরব ও মিসর ছাড়াও বেশির ভাগ আরব দেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। মিসর একটি দুর্নীতিগ্রস্ত আইনি ব্যবস্থা দিয়ে বানোয়াট অভিযোগে হাজার হাজার রাজনীতিবিদ এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। মিসরের বিরুদ্ধে বহু মানবাধিকারকর্মীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করার ও গুম করার অভিযোগ আছে। সৌদি আরব একইভাবে অসংখ্য ভিন্নমতাবলম্বীর ওপর উৎপীড়ন চালিয়েছে। ইয়েমেনে সৌদি আরব যুদ্ধাপরাধ করেছে বলেও জোরালো অভিযোগ আছে। মূলত নিজেদের এসব অপকর্মের কারণে আরব দেশগুলো আইসিজে কিংবা আইসিসিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যায় না।

ফেরাস আবু হেলাল আরাবি টোয়েন্টিওয়ান নিউজ ওয়েবসাইটের প্রধান সম্পাদক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ব্রিজ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা রুখতে বিরিয়ানি খাওয়াল পুলিশ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার ব্যস্ত পার্ক সার্কাসের চার নম্বর ব্রিজ থেকে সেতুর রেলিংয়ে চড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর মেয়েকে স্কুটারে চাপিয়ে সাইন্স সিটির দিকে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। পার্ক সার্কাসে ডিজে এসে স্কুটার থামিয়ে মেয়েকে জানান মোবাইল হারিয়ে গেছে। সেটা খুঁজতে হবে। এরপর সেতুর রেলিং থেকে ট্রেন লাইনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই পরিস্থিতি দেখে রাস্তায় থাকা সাধারণ মানুষ জন স্থানীয় থানায় খবর দেয়। পুলিশ ও দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু ওই ব্যক্তি কিছুতেই নিচে নামতে নারাজ। অনেক বুঝিয়ে তাকে নিচে নামানো হয়। জানা যায়, তিনি অবসাদগ্রস্ত। এরপর পুলিশ তিল জলার ৪০ বছর বয়সের ওই ব্যক্তিকে একটি দামি দোকানের এক প্লেট বিরিয়ানি কিনে এনে খাওয়ান। পুলিশ ওই ব্যক্তির সাথে কথা বলেই জানতে পেরেছে তিনি মার্বেলের কাজ করেন। স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন না। তার আর্থিক সমস্যা চলছে। তাই তিনি সেতুর উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে এবং তার মেয়েকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এমনকি স্কুটি টাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার বাড়িতে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সে যাতে গ্রহণ না করে তার জন্য কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ব্যক্তির সঙ্গে একটি যোগাযোগ স্থাপন গড়ে তোলা হচ্ছে।

চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জমজমাট আবহে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গনের মাঠে ফিতে কেটে ও পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় প্ল্যাটিনাম জুবিলী উদযাপন অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক আইএএস একাম জি সিং, সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনোয়ারা বেগম, চাচন্ড বি.জে. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মুলতান আলি সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। মঙ্গলবার ও বুধবার দুই দিনব্যাপী চলবে এই প্লাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের পাশাপাশি এলাকার সকল বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি কার্যত ব্যাপক আকর্ষণীয় করে তোলে। প্লাটিনাম জুবিলির পাশাপাশি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চাচন্ড বি জে হাইস্কুল প্রাঙ্গনে। বিধায়ক আমিরুল ইসলাম জানান, চাচন্ড বি জে হাইস্কুল এলাকার গর্ব। তিনি প্রতিষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন। এদিকে প্ল্যাটিনাম জুবিলী উদযাপন অনুষ্ঠান নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান জানান, শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে এলাকাকে আলোকিত করেছে চাচন্ড বি.জে হাইস্কুল।

প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি হল আপদ মিত্র টিম

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: বিপদে এবার পাশে এসে দাঁড়াবে আপদ মিত্ররা। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলাতে তৈরি হল এক বিশেষ টিম। যার পোশাকি নাম আপদ মিত্র। হড়পা বান, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টিতে অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য প্রশিক্ষিত টিম গঠন করা হল। আপদকালীন পরিস্থিতি কীভাবে জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে, দুর্যোগের সময় কীভাবে তাঁদের উদ্ধার করতে হবে, দ্রুত ত্রাণ পরিষেবা ব্যবস্থা কী করে হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সূত্রে জানা গেছে, জেলাতে ২০০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই আপদ মিত্র টিম প্রস্তুত করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক খুরশেদ আলী কাদরী মঙ্গলবার তাদের হাতে ১৭ রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী কিট তুলে দেন। এতদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে নিজস্ব কিছু কর্মী থাকলেও পর্যাপ্ত ছিল না। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম কলকাতা ও বিভিন্ন স্থান থেকে হাজির হতো। একসঙ্গে দুইশজন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিম তৈরি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমস্ত রকম সাহায্য সহযোগিতা করবে এই আপদ মিত্র টিম, জানালেন জেলাশাসক খোরশেদ আলী কাদেরী। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ডিজিস্টার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব নাথ প্রমুখ।

বীরভূমের পাঁচজনের কোর কমিটি থেকে বাদ পড়লেন কাজল শেখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: গরুপাচার মামলায় বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে নতুন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। তাঁকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল কোর কমিটি। যার পর থেকেই বীরভূম জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁকে সেই কমিটি থেকে সরিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিন বৈঠকে ৯ জনের পরিবর্তে পাঁচজনের কমিটি চূড়ান্ত হয়। যেখানে থাকছেন অভিজিৎ সিনহা, চন্দ্রনাথ সিনহা, সুদীপ্ত, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। কাজলের পাশাপাশি কমিটি থেকে বাদ পড়লেন বিশ্ববিজয় মাড্ডি এবং দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল। কাজলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে ওই জেলার বিধায়কদের থেকে একাধিক অভিযোগ পেয়েছিলেন মমতা। তারপরই এহেন সিদ্ধান্ত। কাজলকে আপাতত নানুর ও কেতুগ্রামের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে কেষ্টর গড় নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রীবভূমে ৯ জনের কোর কমিটির পরিবর্তে এবার ৫ জনের উপর সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হল। এমনকী ছাঁটা হল কাজল শেখের ডানাও।বিশ্বভারতী কাণ্ডে চেয়ার ছেড়ে ওঠা মনে করিয়ে এদিন কাজল শেখকে রীতিমতো ধমকের সুরে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "তুমি কত বড় নেতা যে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলে? তুমি শুধু জেলা পরিষদের সভাধিপতি। গোটা বীরভূম দাপিয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। জেলার একটা কোর কমিটি করে দেওয়া হল। সেখানে আপাতত তোমার থাকার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে তোমায় নেওয়া হবে।" কমিটি থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলে তৃণমূল নেত্রী যেন বার্তা দিলেন যে, ভোটের আগে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হবে। চব্বিশের ভোটের আগে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বৈঠক করছেন মমতা। ইতিমধ্যেই দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও মুর্শিবাদাবাদ জেলা সংগঠনের বৈঠকে ছিলেন তিনি।

প্রতিবন্ধীদের শংসাপত্র প্রতারণায় ধৃত হোমগার্ড

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে জাল প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক হোম গার্ড সহ মোট তিন প্রতারক। এই নিয়ে মঙ্গলবার শোরগোল পড়ে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শালদহ গ্রামে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের শিবির করেন।এদিন ওই শিবিরে উপভোক্তারা তাদের সমস্যা নিয়ে এসেছিল।সেই সময় ওই গ্রামের বিশেষভাবে সক্ষম আতাউর রহমান নামে এক উপভোক্তা ভাতার আবেদনের জন্য শংসাপত্র জমা দেন।সেই শংসাপত্র দেখেই সন্দেহ হয় বিডিওর।খতিয়ে দেখেই জানা যায় সেই শংসাপত্র জাল।তারপরেই সামনে আসে ওই চক্রের কুকীর্তি।এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারো গ্রামের বাসিন্দা নুর আলম যিনি মালদা পুলিশ লাইনে হোমগার্ড পদে কর্মরত।তার সঙ্গে রয়েছেন তার জামাইবাবু তথা স্থানীয় তৃণমূল কর্মী নাজিমুল হক এবং মামুন আলি নামে এক ছাপাখানার মালিক।তৃণমূল কর্মী নাজিমুল হককে এলাকার মানুষ আটক করে। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।এরপর নুর আলম এবং মামুন আলিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত ,তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে এই জাল চক্র চালাচ্ছিলেন তারা। হাজার হাজার মানুষ প্রতারিত হয়েছেন এদের কাছে।এমনকি বিশেষভাবে সক্ষম নয় কিন্তু ভাতা পাওয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে অনেককে জাল শংসাপত্র দিয়েছেন অভিযুক্তরা। এর বিনিময়ে কারও কাছ থেকে ৩ হাজার,আবার কারও কাছ থেকে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার ধৃত ওই তিন অভিযুক্তকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবদূত গজমের জানান,আরো কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গঙ্গারামপুরে শুরু হল আয়ুষ মেলা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগ গঙ্গারামপুরে শুরু আয়ুষ মেলা। মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র ভবনে এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিন দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস সহ অনান্যরা। প্রসঙ্গত, বাজার চলতি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অত্যধিক খরচ থেকে মানুষকে রেহাই দিতে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুষ। মূলত আয়ুর্বেদ, রোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি নিয়েই এই আয়ুষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আয়ুষ মেলায় প্রায় পঁচিশটি স্টল। বিভিন্ন ওষধি গাছ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেতাজি জয়ন্তী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে টুমোরোজ ফাউন্ডেশন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মা ও শিশুদের নিয়ে আবৃত্তি, গান, ছড়া, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে দিনটি পালিত হল। উল্লেখ্য উক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে জেলার বেশকিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আরলি চাইল্ডহুড এডুকেশন (ই সি ই) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। যেখানে শিশুদের বিভিন্ন খেলার ছলে, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত রয়েছে।সেরূপ সাঁইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বনগ্রাম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) বিশ্বজিৎ মোদক, সংগঠনের প্রোজেক্ট ম্যানেজার দেবরাজ মুখার্জী, স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অর্পিতা মন্ডল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুরূপ রাজনগর ব্লকের মুরাদগঞ্জ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও নেতাজি জয়ন্তী অনুষ্ঠান ঘিরে মা ও শিশুদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এখানে শিশুদের পাশাপাশি মায়েদের নিয়েও খেলার আনন্দে সকলেই মেতে ওঠে। এই কেন্দ্রে সংগঠনের কমিউনিটি টিচার হিসেবে কর্মরত অরুনাদ্রী ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বিবরণ দেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী যুথিকা মন্ডল ও অনীমা মন্ডল, সংগঠনের ফিল্ড সুপার ভাইজার অভিজিৎ মুখার্জী প্রমুখ।

নাবাবিয়া মিশনে বর্ণাঢ্য নেতাজি স্মরণ

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করল হুগলির খানকুলের নাবাবিয়া মিশন। মঙ্গলবার নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবরের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের মিশন পরিক্রমা হয় জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে। বর্ণাঢ্য মিছিলে বিশেষত ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন জাতয়ি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে নেতাজি স্মরণ শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের পরিক্রমার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক ভিটেয় নানা অনুষ্ঠান

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: বাঙালির রন্ধ্রে গন্ধে নেতাজির জন্য আবেগ আজও আমিল। দেশনায়ক নেতাজির ১২৭ তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। নেতাজি ২৪ পরগনার কোদালিয়াতেও সারম্বরে পালন করা হচ্ছে আজকের এই দিনটি। জন্মভিটে কোদালিয়া । দক্ষিণ শহরতলির সোনারপুর ষ্টেশনের পরবর্তী ষ্টেশন সুভাষগ্রাম। সেখান থেকে রিকশা, অটো করে দু কিলোমিটার পথ গেলেই সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক ভিটে কোদালিয়া। সকাল থেকে নেতাজির পৈতৃক ভিটে কোদালিয়াতে ভিড় জমিয়েছে এলাকার মানুষজনেরা। সকাল ৯টায় নেতাজী কৃষ্টি সংসদের পক্ষ থেকে নেতাজীর বাড়িতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এলাকায় আজ সারাদিন ধরেই নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নেতাজীর জন্মসময় দুপুর ১২.১৫ মিনিট নাগাদ শঙখধ্বনি বাজাবেন এলাকার মহিলারা। এভাবেই এই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। আজ সকাল থেকেই বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন তাঁর কোদালিয়ার বাড়িতে। নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিস, তাঁর ঘর দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ সেখানে গিয়ে সেই সব অতি মুল্যবান জিনিষ বা স্মারক চাক্ষুষ করে আসছেন। অনেককেই দেখা যাচ্ছে সেলফি তুলতে। আজও দুপুর ১২:১৫ মিনিট নাগাদ সাইরেন ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে আজও পালন করা হয় নেতাজির জন্মদিন। নেতাজির কৃষ্টি কেন্দ্রের সম্পাদক ডা. পল্লব কুমার দাস বলেন, কোদালিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক জন্মভূমি সকাল থেকেই নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সারাদিন ধরে নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়। নেতাজির ব্যবহার করা বিভিন্ন আসবাবপত্র থেকে শুরু করে তিন বই, খাতা, চেয়ার নেতাজি মিউজিয়াম সমস্তটাই জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এক আত্মীয় বেলা বোস তিনি প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে নেতাজির জন্ম ভিটেতে এসে হাজির হন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কেক তৈরি প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ সুলতানার

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কেক তৈরী করে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ধূপগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ সুলতানা। সারাদিন সংসারের নানান কাজের ফাঁকে দায়িত্ব সহকারে কেক তৈরি করেন। নিজের হাতে তৈরি করা কেক বাণিজ্যিকভাবে বিক্রিও শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে পরিচিত মিলেছে ধূপগুড়ি শহরে এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও বহু সংখ্যক ফলোয়ার কুড়িয়েছেন নিজের তৈরী করা কেক এর ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে। স্বনির্ভরতায় পথ দেখতে শুরু করেছেন ধূপগুড়ি মহাকুমার মাগুরমারী এক নং গ্রামের পাইকারপাড়ার সুলতানা পারভীন। কেক এর উদ্যোগ প্রশংসা পাচ্ছে সর্বত্রই। কেক বানানোর পাশাপাশি কেক শেখানোর ক্লাসও করান তিনি। ধূপগুড়ি মহাকুমার সুলতানা অবসর সময়ে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন বাড়ির মধ্যেই কেক তৈরিতে। সেখানে নিজ উদ্যোগেই তৈরি করে চলেছেন বিভিন্ন ধরনের কেক। যার মধ্যে রয়েছে ফ্রুট কেক, জার কেক, থিম কেক ইত্যাদি। জন্মদিন সহ বিবাহবার্ষিকী বা অন্যান্য যে কোনও অনুষ্ঠানেরই কেক তৈরি করে চলেছেন। কেকের মধ্যেই ফুটে উঠেছে নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং নিজস্ব কলাকুশলতার পরিচয়। নিজের প্রতিষ্ঠানকে সকলের কাছে পরিচিতি ঘটিয়েছেন বেকারস প্যারাডাইস নামে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে খুজলেই পেয়ে যাবেন উনার তৈরি করা কাজের ছবি। সুলতানা জানান, 'সংসারের বিভিন্ন কাজ সামলে নিজেকে ভালো কোনও কাজে ব্যস্ত রাখাতেই কেক তৈরি করছি। এখন বাড়িতে বসেই নিজের হাতেই কেক তৈরি করছি। কেক তৈরির বিভিন্ন ফ্লেভারের কেক নিজের হাতেই প্রস্তুত করেছি।' সুলতানার তৈরি কেক বিভিন্ন মহলেই সুনাম অর্জন করেছে। স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সুস্বাদু কেক তৈরি করে গ্রামের এই গৃহবধূ নিজেকে বাড়তি আরও কিছুটা রোজগারের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ইতিমধ্যেই উনার কেক ধূপগুড়ি শহরকে অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ফালাকাটা ও বানারহাটেও পাড়ি দিয়েছে। ধূপগুড়ির রাজু সরকার বলেন, 'সম্প্রতি ভাগ্নীর জন্মদিনে সুলতানার তৈরি কেক নিয়ে ভাগ্নীকে উপহার দিয়েছিলাম। সেই কেকের স্বাদ সকলের ভালো লেগেছে।' ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা রজব আলী বলেন, 'বন্ধুদের মুখে শুনে একটি অ্যানিভার্সারি থিম কেক সুলতানা ম্যাডামের থেকে নিয়েছিলাম। যা সকলের কাছেই বেশ প্রশংসিত হয়েছে।'

বারাসতে তৃণমূলের নেতাজী জয়ন্তী পালন

ইসরাফিল বৈদ্য ● বারাসত

আপনজন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন পরবর্তী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় উঃ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত -২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ, মান্নান আলি, সাহাবুদ্দিন আলি,আছের আলি মল্লিক,সাবিনা খাতুন, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুল ইসলাম মনি প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুর্শিদাবাদ স্টেশন সম্মুখে ভাঙ্গা হল অবৈধ নির্মাণ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের সামনে গজিয়ে উঠেছিল অবৈধ নির্মাণ। পৌরসভার জায়গা দখল করে চলছিল রেস্টুরেন্টের কারবার। বারংবার রেল দপ্তরকে এবং মুর্শিদাবাদ পৌরসভাকে কয়েকবছর ধরে জানিয়েও কোনরকম সুরাহা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গত এক সপ্তাহ আগে অবৈধ নির্মাণকারীদের মুর্শিদাবাদ পৌরসভা দু-দুবার নোটিশ দেয়। তিনদিন করে দুবার সময় দেওয়া হয়, যাতে তারা সেখান থেকে অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু অবৈধ নির্মাণ না সরানোই মঙ্গলবার সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হলো মুর্শিদাবাদ পৌরসভার উদ্যোগে। মুর্শিদাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হয়। স্টেশনের সম্মুখে অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার পর স্টেশন রোড যানজট মুক্ত হবে বলেই মত স্থানীয়দের। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'আগামীতে রাস্তা চওড়া করার জন্য শহরের আরো অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হবে।'

মৈপীঠে দুদিনের ডিঙা ভাসাও উৎসব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: দুদিনের সুন্দরবন শ্রমজীবি শিল্প সংস্কৃতি উৎসব হয়ে গেল এপিডিআরের জয়নগর ও মৈপীঠ শাখার উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠে। যে উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছিল ডিঙা ভাসাও। উৎসব, নাগরিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।মানুষ সারা বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বছরের কিছুদিন একটু উৎসবে মাততে চায়। আর সেই উৎসব যদি হয় নিজের মাটির সংস্কৃতির, নিজের চাওয়া পাওয়ার গল্পগুলো গান নাটকের মধ্যে দিয়ে বলার মঞ্চ তাহলে তাতে প্রাণের অন্য এক মাত্রা যোগ হয়। বাংলার উৎসব মূলত কৃষি ভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্যকে বহন করে। অতীতে সুন্দরবনের কৃষিজীবী মৎস্যজীবী মানুষ সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে অবসরে মাততো ভাটিয়ালি কিংবা ঝুমুরের তালে। মাটির গন্ধ মাখা সে সুরে ভরে থাকত তাদের যাপনের কথা।সে গুলো এখন হারিয়ে গেছে। সুন্দরবনের প্রকৃতি পূজকদের বনবিবি দক্ষিণ রায়ের পালা গান বহন করত সম্প্রীতির সুর।

নেতাজি স্মরণে কংগ্রেসের সভা বোলপুরে

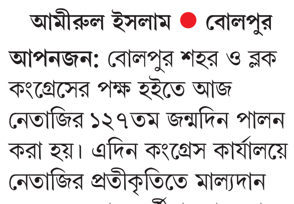

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আজ নেতাজির ১২৭তম জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন কংগ্রেস কার্যালয়ে নেতাজির প্রতীকৃতিতে মাল্যদান করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পরে রাহুল গান্ধী 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার'বাধা ও হামলার প্রতিবাদে বোলপুর শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিলে আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে কংগ্রেস কর্মীরা পা মেলালেন।

এবার হেরেই গেল মেসির ইন্টার মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে এবার হেরেই গেছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। শুক্রবার এল সালভাদরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা মেসিরা সোমবার রাতে হেরে গেছে এফসি ডালাসের কাছে। ডালাসের কটন বোল স্টেডিয়ামে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় ডালাস। ডালাসের গোলটি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের খেলোয়াড় জেসুস ফেরেইরার। প্রীতি ম্যাচটিতে পুরো সময় অবশ্য খেলেননি মেসি। ৬৪ মিনিটে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কসহ লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে তুলে নেন মায়ামির কোচ।

দল হারলেও উঠে যাওয়ার আগে বেশ কয়টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তো তাঁর ৩০ গজি ভলি বাঁচিয়ে দেন ডালাস গোলরক্ষক মার্তেন পেয়েস। প্রথমার্ধেও লুইস সুয়ারেজকে দিয়ে গোল করানোর সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। কিন্তু উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের ভলি চলে যায় গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে।

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে নতুন মৌসুমে মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। মেসিরা প্রথম ম্যাচটি খেলবে রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে আরও পাঁচটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে মায়ামি। যার প্রথম দুটি সৌদি আরবে। ২৯ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ আল হিলাল। ১ ফেব্রুয়ারি খেলা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসরের বিপক্ষে।

মেসিরা এরপর হংকং ও জাপানে আরও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আর্জেন্টাইন ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে খেলবে। ওই ম্যাচটি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি।

২২ মার্চ থেকে আইপিএল আয়োজন করতে চায় বিসিসিআই

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএল শুরু হতে পারে ২২ মার্চ থেকে। ২৬ মে শেষ হবে আইপিএলের ১৭তম আসর। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর পাঁচ দিন আগে শেষ হবে ভারতের এই টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। ১ জুন থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা।

আইপিএলের নতুন মৌসুমের এ সূচি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, সম্ভাব্য এই সূচি নিয়ে আইপিএল-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই)। মেয়েদের আইপিএল ২২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হবে ১৭ মার্চ। এ নিয়ে অফিশিয়াল ঘোষণা দু-এক দিনের মধ্যে চলে আসবে বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, আইপিএলের নতুন মৌসুমের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা নির্ভর করছে দেশটির সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচির ওপর। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর আইপিএলের সূচি চূড়ান্ত করবে বিসিসিআই। আর এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আইপিএলের এবারের মৌসুম ২২ মার্চ শুরু করে ২৬ মের মধ্যে শেষ করার কথা ভাবছে বিসিসিআই। আর টুর্নামেন্টটি ভারতেই আয়োজনে আত্মবিশ্বাসী তারা।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বেশির ভাগ দেশের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ফাইনাল পর্যন্ত খেলোয়াড়দের পাওয়া যাবে। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যেহেতু ১ জুন থেকে শুরু হবে, তাই কিছু খেলোয়াড়ের আগেভাগে আইপিএল ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বিসিসিআইয়ের মূল মনোযোগ, দেশের সাধারণ নির্বাচনের তারিখের সঙ্গে সমন্বয় করে আইপিএল ভারতে আয়োজন করা।

থেমে গেল ‘বজ্রের হুংকার’–বিদায় ইতালির সর্বোচ্চ গোলদাতা

আপনজন: ১২ বছরের ক্যারিয়ারে ফুটবল মাঠে কত ডিফেন্ডারকে যে ফাঁকি দিয়েছেন আর বোকা বানিয়েছেন। কিন্তু জীবনের লড়াইয়ে মৃত্যুকে আর ফাঁকি দিতে পারলেন না ইতালির সর্বোচ্চ গোলের মালিক জিজি রিভা। হার্ট অ্যাটাকের পর সার্দিনিয়ার একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে এক সপ্তাহ লড়াইয়ের পর হেরে গেছেন ‘বজ্রের হুংকার’ নামে পরিচিত ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। ইতালির হয়ে ৪২ ম্যাচ খেলে ৩৫ গোল করা ‘বজ্রের হুংকার’ থেমে গেছে কাল রাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৬৮ সালে ইতালিকে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানো রিভা ২ বছর পর খেলেছেন বিশ্বকাপের ফাইনাল। কিন্তু পেলের ব্রাজিলের কাছে ৪-১ গোলে হেরে জেতা হয়নি বিশ্বকাপের শিরোপা।

১৯৬২ সালে লেনিয়ানো দিয়ে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন রিভা। বলতে গেলে একা হাতে লেনিয়ানোকে ইতালির সিরি ‘আ’তে তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্লাবটিতে এক মৌসুমের বেশি খেলেননি। লেনিয়ানোতে এক মৌসুম খেলার পর নাম লেখান কালিয়ারিতে। বলতে গেলে ক্যারিয়ার শেষ করেন এখানেই। কালিয়ারিতে রিভার সেরা সময়টা কাটে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত। এই তিন বছর টানা তিনি সিরি ‘আর সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০০-এর বেশি গোল করা রিভা ১৯৭০ সালে সিরি আর শিরোপা। সে বছর ইন্টার মিলানের রক্ষণকে এলোমেলো করে দিয়েই পেয়েছিলেন ‘বজ্রের হুংকার’ ডাকনাম। ১৯৭৬ সালে খেলোয়াড়ি জীবনকে বিদায় বলে দেওয়া রিভা ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী ইতালি দলে টেকনিক্যাল স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন। ফুটবল তাঁকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি এনে দিলেও রিভার শৈশবটা খুব একটা সুখের ছিল না। ইতালির ছোট একটি শহর লেজ্জিউনোতে এক গরিব পরিবারে ১৪৪ সালের নভেম্বরে জন্ম রিভার। ১৯৫৩ সালে বাবা উগোকে হারান তিনি। উগোর মৃত্যুর পর রিভার মা এড্রিস একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে সাফসুতরোর কাজে যোগ দেন। রিভাকে তিনি পাঠিয়ে দেন একটি ধর্মীয় বোর্ডিং স্কুলে।

১৬ বছর বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর মাও। এরপর থেকে বড় বোন ফাউস্তার কাছেই থাকতেন রিভা। ফাউস্তা রিভাকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ২০২০ সালে।

উঃ ২৪ পরগনা জেলার শাসনের প্রিন্সটন অ্যাকাডেমির বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও নেতাজী জয়ন্তীর অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত আছেন পঃবঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী বারিক বিশ্বাস, ডিরেক্টর রাবেয়া বিশ্বাস, প্রফেসর তৌফিক আহমেদ, শিক্ষক মোস্তফা জামান, শিক্ষক রাজেস বিশ্বাস, সাহাবুদ্দিন, রাজা দত্ত প্রমুখ।

নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বাঁকুড়া

আপনজন: নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে যুব সমাজকে অনুপ্রানিত করতে পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগীতা । দীর্ঘ ৪৭ বছরের ধারাবাহিকতা মেনে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে ৪৮ তম পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হলো। মঙ্গলবার বাঁকুড়া শহরের ‘প্রাণকেন্দ্র’ হিসেবে পরিচিত মাচানতলার নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে এই প্রতিযোগীতা শুরু হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৭৭ সাল থেকে নেতাজীর জন্মদিবসে এই দৌড় প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। চলতি বছরে এই দৌড় প্রতিযোগীতায় ৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। এঁদের মধ্যে শক্তিপদ বাউরী প্রথম, তাপস হাঁসদা দ্বিতীয় ও সুন্দর বাউরী তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন ডেস্ক: অন্যান্য বছরের ন্যায় মঙ্গলবার ২৩ জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু’র ১২৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল ‘ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন ২০২৪’।১০ কিলোমিটার এই ম্যারাথন দৌড় এর উদ্যোক্তা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।এদিন তালদি’র রাজাপুর থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। শেষ হবে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড এ।বাসস্ট্যান্ডের একটি মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত করা হবে দৌড়বিদদের।ম্যারাথন দৌড়ে মহিলা ও পুরুষ বিভাগে দেশের উত্তরপ্রদেশ,বিহার,ঝাড়খন্ড,বারানসী, সিকিম,হরিয়ানা,মধ্যপ্রদেশ সহ রাজ্যের ক্যানিং, বারুইপুর, জয়নগর, হাবড়া সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০০ জন অংশগ্রহন করেছিলেন।পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন সিকিমের দেম্বার কুমার বসন্ত। তিনি ২৮ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে ১০ কিমি দৌড় শেষ করেন।দ্বিতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের অভিষেক। তিনি ২৮ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডে দৌড় সমাপ্তী করেন। তৃতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের ইসলাম আলি। তিনি সময় নিয়েছেন ২৮ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন বিহারের রেণু সিং। তিনি ১০ কিমি দৌড়ে সময় নিয়েছেন ৩১ মিনিট ১৬ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হয়েছেন বিহারে অঞ্জলি কুমারী। তিনি সময় নিয়েছেন ৩১ মিনিট ২২ সেকেন্ড। তৃতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের পূজা ভার্মা। তিনি ৩১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডে ১০ কিমি দৌড় শেষ করেন।

এদিন ম্যারাথন দৌড় শেষে বিজয়ী দৌড়বিদদের কে পুরষ্কৃত করা হয়। পুরুষ বিভাগে প্রথম পুরষ্কার নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও সোনার আংটি।মহিলা বিভাগের প্রথম পুরষ্কার নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও সোনার আংটি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দ্বিতীয়,তৃতীয় সহ সকল কে পুরষ্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং।ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন শুধুমাত্র ক্যানিং কিংবা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।বিগত বছরগুলোতে দেশের উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী,মধ্যপ্রদেশ,বিহার,ঝাড়খন্ড,উড়িষ্যা,কেরল সহ বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক পুরুষ-মহিলা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।ফলে ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন জাতীয়স্তরে স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সহ সমগ্র ক্যানিংবাসী আশাবাদী। এমন ম্যারাথন দৌড় প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, ‘ক্যানিং এমএলএ গোল্ড ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দৌড়বিদরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অঙ্গনাওয়ারী সেন্টারে চতুর্থতম বার্ষিক ও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার এক নং ব্লকের অন্তর্গত মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩০ নম্বর অঙ্গনারী সেন্টার। নিজের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিন উপলক্ষে চতুর্থতম বার্ষিক ও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন সেন্টারের দিদিমণি ও সহকর্মীরা। আজকের বিশেষ এই ছুটির দিনে অঙ্গনাওয়ারী সেন্টারে বাচ্চাদের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যেরও আয়োজন করেছে নিজ উদ্যোগে। একজন শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে দৈহিক বিকাশের ও প্রয়োজন এই কথা মাথায় রেখে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেন্টারের দিদিমণি ফরিদা পারভীন। তিনি জানান যে , ‘আমরা বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। এটি একটি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসূচি। ‘ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুর রহমান বলেন , আমরা কখনো শুনিনি আইসিডিএস সেন্টারে পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে খেলাধুলাও করানো হয় এটি অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য উদ্যোগ ।এলাকাবাসী হিসেবে সেন্টারের এই কর্মকান্ডে আমরা খুবই গর্বিত। আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ছোট আটারো কোটা প্রাথমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক বর্মন এবং উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুর রহমান, সমাজসেবী সাব্বির আলম ও নুর ইসলাম প্রমুখ। আজকের এই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেন্টারের ছোট বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছিল।

অনুষ্ঠিত হল বেড়াচাঁপা চক্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাঁপা চক্রের প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ৩৯ তম শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হলো ওয়ালিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই চক্রের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৭ টি বিদ্যালয়ের ১০২ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, জিমনাস্টিক সহ ১৭ টি ইভেন্টে।প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট খুলে দেওয়া হয়। প্রতি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারী মহকুমা পর্যায়ের খেলায় অংশ নেবে। বারাসাত মহকুমা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আগামী ২৭ জানুয়ারি অশোকনগরে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, দেগঙ্গার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ফাহিম আলম, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ, বেড়াচাঁপা চক্রের এস আই এস মহম্মদ শাহনওয়াজ আলম, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা সহ বিশিষ্ট জনেরা।

কানাহার ময়দানে প্রবল উৎসাহের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো চক্র স্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রবল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো স্থানীয় পার্বতীপুর কানাহার ময়দানে। এদিন পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জলন, জাতীয় সংগীত ও উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে সকাল ১০টায় খেলার শুভ সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার, বিশিষ্ট ক্রীড়া অনুরাগী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার। এছাড়াও এদিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুর উওর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস, গঙ্গারামপুর উওর চক্রের সার্কেল স্পোর্টস কমিটির সম্পাদক কুন্তল দে সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ। এদিনের খেলায় গঙ্গারামপুর ব্লকের আশোকগ্রাম, বাশুড়িয়া, চালুন, উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতর, মাদ্রাসা, এসএসকে ও প্রাথমিক স্কুল গুলি অংশ নেয়। এই চক্রের চারটি অঞ্চলের ৪৬টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, ১টি মাদ্রাসা, ৬৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৪২ জন শিশু বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। ৭৫মিটার, ১০০মিটার, ২০০মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, জিমন্যাস্টিকস, উচ্চ লম্ফন সহ মোট ৩৪ টি ইভেনটে চলে খেলা। । অসংখ্য সাধারন মানুষ, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে এই ক্রীড়া উৎসব। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস জানান, ‘কানাহার ময়দানে জেলার প্রথম চক্র স্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করা হয়। গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বিভিন্ন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীরা আগামী ২৭ জানুয়ারি বংশীহারীতে হতে চলা মহকুমা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ৩০ ও ৩১ তারিখ গঙ্গারামপুরে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**